The Weekly Bangla Patrika
সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪৪ সোমবার শ্রাবণ ১৪ ১৪৩১ / মহররম ২২ ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 44 / July 29 USA. Free in NY, Other State $1

আন্দোলনে গুলি চালিয়ে সরকার ফৌজদারি অপরাধ করেছে

আইনজীবী সমাজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলি চালিয়ে সরকার ফৌজদারি অপরাধ করেছে। এর বিচার হওয়া উচিত বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা। সোমবার (২৯ জুলাই) সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ‘আইনজীবী সমাজ’র ব্যানারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে তারা এসব কথা বলেন। ব্যানারে লেখা ছিল ‘গণহত্যার বিচার চাই, গায়েবি মামলা-গ্রেপ্তার ও নির্যাতন বন্ধ করো। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না বলেন, পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত দেখিনি যে (বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)

১৪ দলের বৈঠকে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
গণভবনে ১৪ দলের বৈঠকে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। (বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)

ব্যাপক ধরপাকড় অব্যাহত : ২ লক্ষাধিক আসামী, ৯ হাজার গ্রেপ্তার

রক্ত-গুলী-মামলায় ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ

সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মিজানকে ধলপুরের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকায় সিএমএম আদালতে নেওয়ার সময় বাবাকে দেখার জন্য মায়ের হাত ধরে প্রিজন ভ্যানের সঙ্গে ছুটছে শিশু তায়েবা।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা চলার সময় নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম। এর মধ্যে এলাকায় এলাকায় ব্লকরেড দিয়ে তল্লাশী অভিযানের নামে গণগ্রেপ্তারে ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। সহিংসতায় আহতরা চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় গ্রেপ্তার আতংকে সময় কাটাচ্ছেন। এরকম সহিংসতায় প্রিয় মানুষটিকে হারিয়ে এখন কার কাছে বিচার চাইবেন এমন চাপা আর্তনাদে দিন কাটছে স্বজন হারানো পরিবারগুলোতে। এরমাঝে আবার তল্লাশীর নামে নিহত ও আহত অনেকেরে বাসা-বাড়িতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তল্লাশী, ঘেরাও অভিযান রীতিমত আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ২ শতাধিক মামলায় ২ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে নামীয় ও অজ্ঞাত আসামী করা হয়েছে। বিবিসি বাংলা, ডয়েচ ভেলে ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এ বিষয়গুলো স্পস্ট হয়ে ওঠেছে।

বিবিসি বাংলা একটি প্রতিবেদনে বলেছে, কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা চলার সময় গুলিতে নিহত তাহির জামান প্রিয়। তিনি দ্য রিপোর্ট নামে একটি অনলাইনের রিপোর্টারের কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি রংপুরে। ঢাকার সেন্ট্রাল রোডে সংঘর্ষ চলাকালীন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিকেল পাঁচটা নাগাদ মারা যান। তাঁর মা সামছি আরা জামান একজন ক্যান্সারের রোগী। সামছি আরা জামান জানান, “রাতে পাঁচশ পুলিশ বাসা ঘেরাও করে। বাসায় আমরা পাঁচ/ছয়জন মহিলা শুধু। রাত তিনটা বাজে তখন। যে ঘরে শুয়েছিলাম সে ঘরের বারান্দার গ্রিলে লাঠি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছিল। এর আগে দুই দিন না ঘুমানোতে তখন আমরা গভীর ঘুমে। অনেকক্ষণ পর যখন বের হই, বলে দরজা খুলেন। আমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছে তারা।”

তিনি আরো জানান, র‍্যাবের (বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটতে পারে

টাইম টিভিতে সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা

নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টাইম টেলিভিশন-এর প্রতিদিনের জনপ্রিয় টক শো ‘টাইম এক্সক্লুসিভ’ লাইভ অনুষ্ঠানে ২৪ জুলাই স্বাক্ষাতকারে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজেনা। টাইম টেলিভিশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবু তাহের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজেনা। বলেছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটতে পারে। আবার পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোও পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। তিনি বলেন- (বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)

ডিবি কার্যালয়ে সোহেল তাজ

শিক্ষার্থীদের বুকে যেন আর একটি গুলি না লাগে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
সাবেক স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ বলেছেন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সকল মানুষের মতোই আমি উদ্বিগ্ন। সোনার বাংলাদেশে মেধা দিয়ে যোগ্যতা, চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে। যা ক্ষুন্ন হচ্ছে। কোটা আন্দোলন নিয়ে অশান্তি পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শত শত প্রাণহানিতে ক্ষত তৈরি করেছে। বিবেককে নাড়া দিয়েছে। যে কারণে আমি ডিবিতে এসেছি। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আশা না ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। দেশটা তোমাদের। তোমাদেরই এই দেশ গড়তে হবে। সুসময় আসবে। সোমবার (২৯ জুলাই) সন্ধ্যায় রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)

বাংলাদেশে সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা কত?

কোটা সংস্কার আন্দোলন

গণমাধ্যমের হিসেবে ২১০ জন নিহত

সরকারি তথ্যে ১৪৭ জন নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বিক্ষোভ-সংঘাতে নিহতদের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভ-সংঘাতে নিহত সব মানুষের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নিয়ে গণমাধ্যমের তথ্য আর সরকারি হিসেবে ভিন্ন সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। দেশের প্রথম আলো তাদের একটি প্রতিবেদনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, নিহতদের স্বজন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে নিহতদের সংখ্যা ২১০ জন। এদিকে চলমান আন্দোলন শুরু এক সপ্তার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রোববার (২৮ জুলাই) সচিবালয়ে বলেন, “এখন পর্যন্ত প্রাথমিক হিসাবে ১৪৭ জন মারা যাওয়ার খবর রয়েছে আমাদের কাছে।” এর আগে এক বিবৃতিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কোটা আন্দোলনে ২ শতাধিক নিহত হওয়ার কথা বলেছেন।

উল্লেখিত পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে। সহিংসতায় আসলে কতজনের প্রাণহানী হয়েছে সে বিষয়টি এখনো স্পস্ট নয়। সহিংসতার পর নিহত ও আহতদের বিষয়ে শনিবার (২৭ জুলাই) পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। জাতিসংঘসহ আন্তার্জাতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ১৪৭ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এদিকে গণমাধ্যমে ২১০ জন নিহতের তথ্য প্রকাশ হওয়ায় এ বিষয়ে বিভ্রান্তি এখনো কাটেনি।

দৈনিক প্রথম আলো একটি প্রতিবেদনে বলেছে, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী বিক্ষোভ-সংঘর্ষে বেশি মৃত্যু হয়েছে শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের। নিহত (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ট্রাম্প-কমলার লড়াই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
নভেম্বরের অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে উত্তপ্ত মন্তব্য এবং প্রতিশ্রুতির ধারা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বিশেষত গাজায় ইসরায়েলি হামলা কেন্দ্র করে তাদের লড়াই আরও জোরালো হচ্ছে। ট্রাম্প, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর (বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

MUNA CONVENTION

AUGUST 9TH - 11TH, 2024

ISLAM

PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY

Join Us this Summer with families & friends at MUNA CONVENTION 2024

SCAN ME TO REGISTER

INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US

DR. YASIR QADHI · DR. OMAR SULEIMAN · IMAM SIRAJ WAHHAJ · SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA · SHAUN KING · HARUN O RASHID

DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR · MUFTI HUSSAIN KAMANI · SR. USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR · DR. ALTAF HUSAIN · IMAM SULEIMAN HANI · IMAM DR. MOHAMED ABU TALEB

SR. ISMAHAN ABDULLAHI · IMAM DALOUER HOSSAIN · DR. AYMAN HAMMOUS · DR. MOHSIN ANSARI · DR. OSAMA ABU IRSHAID · ABDOOL RAHMAN KHAN · NIHAD AWAD

OUSAMA JAMAL · DR. MAHERA RUBY · BARRISTER HAMID HOSSAIN AZAD · DR. CHOWDHURY MAHMUDUL HASSAN · HAFIZ DR. ZAKIR AHMED · AZHAR AZEEZ

ABU AHMED NURUZZAMAN · DR. SYEDUR RAHMAN CHOWDHURY · QARI HASSAN SALEH · SHAYKH AHMED MABROUK · AND MORE SPEAKERS...

CONVENTION HIGHLIGHTS

Separate Youth Conferences · Children`s Learn & Fun · Lecture Series · Parallel Sessions
Young Sisters Programs · Separate women's cultural event · Sisters Programs · Matrimonial Services
Health Clinic · Cultural Events · Bazaar and Expo · Halal Food Counter · Discounted Hotels

PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107

FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

কোটা আন্দোলনে নিহতদের হিসেব কই?

আসলে কতজন নিহত হয়েছেন

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি আর সহিংস ছাত্র বিক্ষোভে কতজন নিহত হয়েছেন? এই প্রশ্ন দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশীর। বিভিন্ন খবরে প্রকাশ চলমান কোটা আন্দোলনে প্রায় ২শ' জন মারা গেছে। কেউ কেউ বলছেন এই সংখ্যা ৫শতাধিক, আবার কারো মতে হাজার ছাড়িয়ে গেছে! আসলে কতজন নিহত হয়েছে এবং তারা কারা, তাদের পরিচয় কি? জাতি তা জানতে চায়।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি মাত্র কয়েক মাস আগে নির্বাচনে জিতেছেন। এনিয়ে তিনি টানা তিনবার ক্ষমতায়। যদিও তার সময়ের নির্বাচন নিয়ে গুরুত্ব প্রশ্ন রয়েছে যে, ভোটারবিহীন নির্বাচনের সরকার শেখ হাসিনা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং পুরনো দল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হসিনা আজ জননেত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার দাবী করেন। কিন্তু তার গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ছাত্র-জনতার উপর গুলি কেন? যৌক্তিক কোটা আন্দোলন যেটা শুরুতেই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারতো, যেটা সরকার এখন করার চেষ্টা করছেন। তা আগে হলো না কেন? তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে শেখ হাসিনার সরকার কি স্বৈরাচালী সরকারে পরিণত হতে চলেছেন? সরকার কি পরবর্তী প্রজন্মের উপর তার আস্থা, প্রভাব হারিয়েছেন, জনসমর্থন হারিয়েছেন?

> *"ইতিহাস বলে ৫২'র বাংলা ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা, ৯০-এ স্বৈরাচার এরশাদের পতন থেকে শুরু করে ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে শেখ হাসিনার রাজনীতি এবং ক্ষমতায় ফিরে আসা সবটার মূলে ছিলো ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। তাই, কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের সমর্থন হারানো সরকারের জন্য একটি বড় ধাক্কা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন।"*

জানা যায়, ১ জুলাই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত সরকারি চাকরির প্রায় ৫৬ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিবাহিনী, তাদের সন্তান এবং এমনকি নাতি-নাতনিদের জন্যও সংরক্ষিত থাকবে, এমন একটি পূর্ববর্তী সরকারি আদেশ বহাল রাখার পর ছাত্রদের বিক্ষোভ শুরু হয়। রাজপথে থাকা শিক্ষার্থীরা বলেছে যে, তারা আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিকভাবে জোটবদ্ধ করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে যা দেখেছে, যেটির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করছে। কিন্তু চীন সফর শেষে গত ১৪ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য কোটা আন্দোলনকারীদের ক্ষোভকে উস্কে দেন এই বলে যে, প্রতিবাদকারীরা রাজাকার ছিল। এই শব্দটি সেইসব বাংলাদেশীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে সমর্থন করায় তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দেখা হয়। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বিক্ষোভের সময় পুলিশের সাথে লড়াই হয়েছে, সরকারী ভবন আইটি সেন্টারে আগুন দেয়া হয়েছে, একটি মেট্রো স্টেশন ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। সরকারের দেখা মাত্র নজরে গুলি করার নির্দেশ, দেশব্যাপী কারফিউ, ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সকে নামানো হয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আন্দোলনকালীরা প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কাছে ছাত্র হত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছে এবং দমন-পীড়নের জন্য তার মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করেছে।

পাশাপাশি নানা ইস্যুতে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কিছুটা আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগ রয়েছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র বলেছেন, ইউএনএসজি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে ঢাকায় দাঙ্গা পুলিশ কর্তৃক জাতিসংঘের চিহ্নিত যানবাহন ব্যবহার করায়। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউএস সিনেট/কংগ্রেসের একাধিক সদস্য।

ইতিহাস বলে ৫২'র বাংলা ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা, ৯০-এ স্বৈরাচার এরশাদের পতন থেকে শুরু করে ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে শেখ হাসিনার রাজনীতি এবং ক্ষমতায় ফিরে আসা সবটার মূলে ছিলো ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। তাই, কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের সমর্থন হারানো সরকারের জন্য একটি বড় ধাক্কা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর দমন-পীড়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার মাত্র ছয় মাস পর সহিংসতার মাত্রা, সরকারী বাহিনীর আচরণ এবং নির্বিচার গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাওয়ার ফলে দেশে আরেকটি অগণতান্ত্রিক শাসনামল শুরু হলো। যা শেখ হাসিনা সরকারের জনপ্রিয়তার জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে প্রমাণ করতে হবে যে তার সরকার অগণতান্ত্রিক সরকার নয়, গণতান্ত্রিক সরকার, জনগণের সরকার।

নতুন নির্বাচন দাবি : গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ

দ্য হিন্দুকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

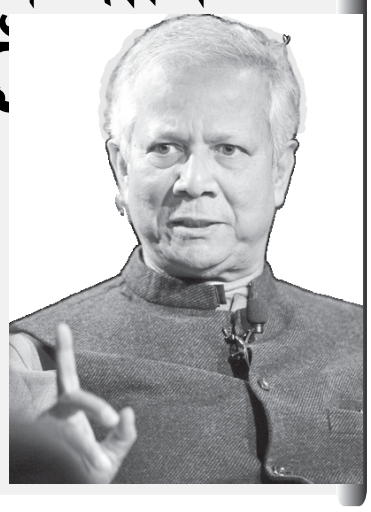

(বাকি অংশ) দু'টি মামলা আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াইটা কি (আপনার) ব্যক্তিগত?

ড. ইউনূস: এই মামলাগুলোও আইনের শাসনের ব্যর্থতা। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো হলো আত্মসাৎ, জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার সম্পর্কিত। এর অর্থ হলো- আমার নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে আমি অর্থ চুরি করেছি। এসব সরকারের অভিযোগ। এ সবই বানোয়াট কাহিনী, সবই বানানো। অনেক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন বলেছে, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। এসব মামলা করা হয়েছে আমাকে হয়রান করার জন্য। শ্রম অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত মামলায় এরই মধ্যে আমাকে ৬ মাসের জেল দেয়া হয়েছে। এটিও একটি বানোয়াট মামলা।

প্রশ্ন: আপনি বলছেন গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। কি এমন আছে আপনি মনে করেন যে, তা এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে আনতে, গণতন্ত্রে আনতে পারে?

ড. ইউনূস: জনগণের ম্যান্ডেট নিন, অবাধে এবং সুষ্ঠুভাবে। এটাই। জনগণের নির্দেশনায় গণতন্ত্রের সমস্যার প্রতিকার সম্ভব। কারণ, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ, সরকারে থাকা কিছু মানুষের জন্য নয়।

প্রশ্ন: আপনি কি আরেকটি নির্বাচনের কথা বলছেন?

ড. ইউনূস: অবশ্যই, সব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হলো নির্বাচন। যখন কোনো বিষয় কাজ করে না, তখন আপনাকে জনগণের কাছে যেতে হয় তাদের নির্দেশনা পেতে। আদতে তারাই দেশের মালিক। নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই নির্বাচন একজন জাদুকরের নির্বাচন না হয়ে হবে একটি খাঁটি নির্বাচন।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে এবং বিক্ষোভ আবার ফিরতে পারে। আপিল আদালত তো কোটা কমিয়ে এনেছেন?

ড. ইউনূস: সরকার দাবি করছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে হয়তো থেমে আছে। কিন্তু রাজনৈতিক ইঞ্জিন দৌড়াতেই থাকবে। তা মুহূর্তের নোটিশে নতুন করে শুরু হয়ে যেতে পারে। আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে এমনও হতে পারে ভারতেও তা ঘটতে পারে। যদি আপনি এখন কথা না বলেন, তাহলে এই দিনকে আপনি ভারত, নেপাল, পাকিস্তান অথবা সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর খুব কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে একটি নতুন নির্বাচন দাবি করেছেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বলেছেন, গণতন্ত্রে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে একটি প্রকৃত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কোটা আন্দোলনকারীরা কাউকে হত্যা করতে যাননি। নিরপরাধ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। এজন্য তিনি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য বিদেশিদের কাছে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে সরকারের এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তিনি বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, বিদেশিরা অনানুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধানে সহায়তা করবেন। বাংলাদেশে হত্যাকান্ড বন্ধে তিনি বিদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে এমনও হতে পারে ভারতেও তা ঘটতে পারে। যদি আপনি এখন কথা না বলেন, তাহলে এই দিনকে আপনি ভারত, নেপাল, পাকিস্তান অথবা সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর খুব কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতের প্রভাবশালী দ্য হিন্দুকে দেয়া দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন ড. ইউনূস। বর্তমানে অলিম্পিক গেমসের স্পেশাল গেস্ট হিসেবে তিনি প্যারিসে অবস্থান করছেন। সেখানে সাক্ষাৎকারটি নেন সাংবাদিক সুহাসিনী হায়দার। এখানে তা তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন: বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কি শুনেছেন আমাদেরকে যদি একটু বলেন। আপিলেট কোর্টের নতুন রায়ের পর দৃশ্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে...

ড. ইউনূস: বিষয়টি এমন না যে, আমি (অলিম্পিকের বিশেষ অতিথি হিসেবে প্যারিসে) আসার পরে ঘটেছে। (ঘটনার সময়) আমি সেখানে ছিলাম। কারফিউয়ের মধ্যে আমি বিমানবন্দরে গিয়েছি। পরিস্থিতিকে সরকার এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন বিদেশি কোনো সেনা বাংলাদেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। তাই সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীকে বুলেটসহ নামানো হয়েছে বিক্ষোভকারীদের দমিয়ে রাখতে। তারা তাদেরকে (ছাত্র) পরাজিত করার মুডে ছিলেন, তারা শৃঙ্খলা ফেরানোর মুডে ছিলেন না। ফলে যা ঘটেছে, সেটা কি? কেন তারা সবরকম বাহিনীকে নামিয়েছে? সরকার কি একটি বিদেশি শক্তি যে বুলেট দিয়ে স্থানীয়দের দমন করছে? তারা তো আপনার নিজের দেশের নাগরিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তারা তো সমাজের শীর্ষ শতকরা একভাগ। তারা দেশকে পরিচালনা করতে প্রস্তুত। তারা যেন অন্য দেশের শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে আগ্রাসন চালাচ্ছে, তাই তাদেরকে আপনি হত্যা করছেন। দেখামাত্র গুলি করা হচ্ছে। সুতরাং এটাই হলো পরিস্থিতি, যা বাংলাদেশে উদ্ভব হয়েছে। তাই আমি বিশ্বনেতাদের প্রতি অনুরোধ করেছি এটা দেখতে যাতে এই হত্যাকান্ড বন্ধ করা যায়। এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না। বাংলাদেশের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছে., এটা দেখতে পারছিলাম না। গণতন্ত্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় জনগণের জীবনে। গণতন্ত্র হলো জনগণকে সুরক্ষা দেয়া। সব মানুষকে- ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত অথবা অন্য যেকোনো মতবিরোধ থাকলেও তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া হলো গণতন্ত্র। যদি একজন নাগরিক অন্য একজনকে হত্যা করতে যায়, তাহলে যিনি হামলার শিকার হচ্ছেন তাকে সুরক্ষিত রাখা হলো রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব। হামলাকারীকে হত্যা করা হলো এক্ষেত্রে শেষ বিকল্প, প্রথম নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সেভাবেই সাড়া দিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা কাউকে হত্যা করতে যাননি। তাদের দাবি সরকারের জন্য সন্তোষজনক না-ও হতে পারে। কিন্তু তাতেও তাদেরকে হত্যা করার অনুমোদন দেয় না সরকারকে।

প্রশ্ন: এ ঘটনায় আপনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, জাতিসংঘকে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা কি পদক্ষেপ নেবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. ইউনূস: কোনোরকম আনুষ্ঠানিক সাড়া পেতে চাইনি। আমি আশা করেছিলাম, তারা (আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়) তাদের অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক এবং চ্যানেল ব্যবহার করে আমাদের

> **"সরকার কি একটি বিদেশি শক্তি যে বুলেট দিয়ে স্থানীয়দের দমন করছে? তারা তো আপনার নিজের দেশের নাগরিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তারা তো সমাজের শীর্ষ শতকরা একভাগ। তারা দেশকে পরিচালনা করতে প্রস্তুত। তারা যেন অন্য দেশের শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে আগ্রাসন চালাচ্ছে, তাই তাদেরকে আপনি হত্যা করছেন। দেখামাত্র গুলি করা হচ্ছে। সুতরাং এটাই হলো পরিস্থিতি, যা বাংলাদেশে উদ্ভব হয়েছে। তাই আমি বিশ্বনেতাদের প্রতি অনুরোধ করেছি এটা দেখতে যাতে এই হত্যাকান্ড বন্ধ করা যায়। এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না। বাংলাদেশের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছে., এটা দেখতে পারছিলাম না। গণতন্ত্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় জনগণের জীবনে। গণতন্ত্র হলো জনগণকে সুরক্ষা দেয়া। সব মানুষকে- ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত অথবা অন্য যেকোনো মতবিরোধ থাকলেও তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া হলো গণতন্ত্র।"**

নেতাদের বিরত রাখতে পারবেন। গণতন্ত্রের আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। বন্ধুপ্রতিম অ্যাকশনের দিকে শুধু ফোন হাতে নিয়ে বলতে পারতেন- বাংলাদেশে কি ঘটছে? বন্ধু বন্ধুর জন্য যা করে তা হলো পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করা, যা জনগণের জীবন রক্ষায় সহায়ক হয়। নেতাদের বন্ধু আছেন। বন্ধু হিসেবে কিছু করা যায়। সংকটের সময়ে যদি আপনি ভালো পরামর্শ না দেন, তাহলে আপনি কেমন বন্ধু।

প্রশ্ন: ভারত ও বাংলাদেশ ঐতিহাসিক বন্ধু। ভারত এরই মধ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছে। তারা বলেছে, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

ড. ইউনূস: সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে প্রকাশ্যে আপনি এভাবে বলতে পারেন। কিন্তু আপনার বন্ধুত্বকে প্রাইভেটলি ব্যবহার করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীরা একে-অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যদি তারা দেখেন যে, অন্যায় কিছু ঘটছে। এখনো সার্কের স্বপ্ন আছে আমাদের। একে-অন্যকে সহায়তা করতে পারি আমরা। একে-অন্যের বিষয়কে সহজ করতে পারি। আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক বন্ধন আছে। যদি কোনো ঘটনা একটি দেশে ঘটে, তখন তা সহজেই অন্য দেশে দেখা দিতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী এবং একটি বাহিনী হত্যা করছে নিরপরাধ মানুষকে। এ এক অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা। ছাত্রদের বিক্ষোভকে মোকাবিলা করতে আপনাকে কেন সেনাবাহিনী নামানোর প্রয়োজন হলো। এখন আপনি বলতে পারেন, কিছু শত্রু ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। এই শত্রু কারা? শিক্ষার্থীদের হত্যা না করে ওইসব শত্রুকে শনাক্ত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন এমন হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: ১৯৭১ সালকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদীদের কোটা নিয়ে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগ আছে। ভারতের উদ্বেগ হলো, এই প্রেক্ষাপটে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কতটুকু সত্য বলে মনে করেন আপনি?

ড. ইউনূস: এক্ষেত্রে কল্পনা সুদূরপ্রসারী হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোটা আন্দোলন একেবারে হালকা বিষয় নয়। ইস্যু হলো গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, বিচার বিভাগের ভূমিকা। মত প্রকাশের অধিকার থাকে জনগণের। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হত্যা করার অধিকার নেই সরকারের।

প্রশ্ন: বিক্ষোভকারীদের যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে আপনি তাতে আপত্তি করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বলছে যে, বিক্ষোভকারীরা নিজেরাই সহিংস হয়ে উঠেছিলেন। তারা পুলিশ পোস্টগুলোতে পিকেটিং করছিলেন...

ড. ইউনূস: আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন তার একটা প্রক্রিয়া আছে। কোথাও বলা নেই যে, আপনি একের পর এক তাদেরকে হত্যা করতে পারেন। বিশ্বে এটাই প্রথমবার নয়, যেখানে একটি সরকার বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করছে। নিরপরাধ শিক্ষার্থীদের হাত উত্তোলিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে খুব কাছ থেকে গুলি করতে দেখেছি পুলিশকে। কারণ, এই পুলিশকে গুলি করে হত্যার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা এ সবই দেখছি। বিক্ষোভকারীরা যদি আইনভঙ্গ করেন তাহলে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া আছে। বাংলাদেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র চর্চার মধ্যে কিছু ভয়াবহ ভুল আছে। আমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না। আমরা সার্কের সদস্য। আমরা প্রতিবেশী। কী ঘটছে তা দেখতে সব মিডিয়ার আসা উচিত ও দেখা উচিত। সবার আগে তারা (বাংলাদেশ সরকার) যেটা করেছে তা হলো সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে অন্ধকারে তারা সবকিছু ধামাচাপা দিতে পারে। দেশের বাইরে থেকে এমন কি দেশের ভিতর থেকে কেউ যেন কিছু দেখতে না পায়। কেন তারা নিজেদের জনগণ থেকে এত ভীত?

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিগুলোর একটি তালিকা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে রাজাকার বলার কারণে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে, তার মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হবে।

ড. ইউনূস: এসব হলো শিক্ষার্থীদের দাবি। এসব বিষয়ে সরকার সাড়া দিয়েছে। এটা সেভাবে হয়নি।

প্রশ্ন: এ বছর জানুয়ারীতে নির্বাচনে জয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এখনই পদত্যাগের আহ্বান জানানো অগণতান্ত্রিক নয় কি?

ড. ইউনূস: গণতন্ত্রের প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং গণতন্ত্র নিয়েই থাকতে চাই। আপনি ফ্রেশ নির্বাচিত হোন বা না হোন, অথবা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে আপনার পদের লঙ্ঘন করছেন, গণতন্ত্রে এটা কোনো বিষয় নয় যে- আপনি জনগণকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদেরকে হত্যার নয়। বিরোধী দলের কিছু মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না, যাতে তাকে গ্রেপ্তার করা যায়। একটি কল্পিত ক্রাইমে তাকে অভিযুক্ত করতে পারে সরকার, গ্রেপ্তার করতে পারে। তাকে জেল দেয়া হতে পারে। এটা আইনের শাসন নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শে কোনো প্রক্রিয়া চালানোর কিছু নিয়ম আছে।

প্রশ্ন: এর বাইরে এসব বিক্ষোভের ভবিষ্যৎ কি?

ড. ইউনূস: যদি গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনি আবার জনগণের কাছে তাদের ম্যান্ডেট নিতে যেতে পারেন। সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এই মুহূর্তে সরকারের এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন সরকারের পদত্যাগ করা উচিত?

ড. ইউনূস: গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে এমন পরিস্থিতির উদয় হলে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। সব সমস্যার সমাধান আছে গণতন্ত্রে। এ বিষয়ে আপনাকে নতুন করে রায় দেয়ার জন্য আমার কাছে কিছু নেই।

প্রশ্ন: পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য আপনি কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন?

ড. ইউনূস: আমি এখন সেই ভূমিকাই রাখছি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করছি। প্রশ্ন: আপনার বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ অভিযোগ আছে সরকারের। শ্রম আইন ইস্যুতে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আরও নতুন *(বাকি অংশ বাঁ পাশে)*

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্
Jalalabad Association of America, Inc.

নির্চাচন কমিশন ২০২৪
কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনী তফসিল

১। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্ এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পদের জন্য প্রযোজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাকিভাবে পদত্ত হলোঃ

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি (জন প্রতি)
০১.	সভাপতি	১ জন	১০০০ ডলার
০২.	সহ সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে ১জন করে) সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	৮০০ ডলার (প্রতি সদস্য)
০৩.	সাধারন সম্পাদক	১ জন	৮০০ ডলার
০৪.	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	৭০০ ডলার
০৫.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	৭০০ ডলার
০৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৭.	সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৮.	প্রচার সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
০৯.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১০.	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১১.	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১২.	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১৩.	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	৫০০ ডলার
১৪.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	৫০০ ডলার
১৫.	কার্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে ২ জন করে) সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৮ জন	৩০০ ডলার (প্রতি সদস্য)

* উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন পত্রের সাথে উপরোল্লিখিত মনোনয়ন ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট নগদ জমা দেতে হবে- যাহা সর্বাবস্থায় অফেরতযোগ্য।

২। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্-এর তালিকাভূক্ত সদস্যগণ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের (গঠতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৬, ধারা-১২) বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এসব প্রার্থীদেরকে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যান্য পদে এসোসিয়েশনের তালিকাভূক্ত যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। নির্বাচনে যে কোন সদস্য একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটির অধিক মনোনয়ন পত্রগুলি প্রত্যাহার না করলে দাখিলকৃত সকল মনোনয় পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে অবশ্যই এসোসিয়েশন বৈধ সদস্য হতে হবে।

৫। প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো (ফটোর পেছনে স্পস্টাক্ষরে নাম লিখতে হবে) ও মনোনয়নপত্র স্পস্টাক্ষরে ভোটার তালিকার নাম ও নম্বর অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নিজ নিজ হাতে মনোনয়ন পত্রে দস্তখত করতে হবে। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের দিন বা পরে উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয়ের কারো দস্তখতে সন্দেহ হলে কিংবা আপত্তি উত্থাপিত হলে, ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সহকারে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দস্তখতের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলয়া গণ্য হবে।

৬। প্রার্থীকে শুধু নির্বাচন কমিশনের সীলমোহরকৃত মনোনয়ন ফরম দ্বারা আবেদন করতে হবে।

৭। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের সংলগ্ন চারদিকের ফুটপাতকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮। প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে পালাক্রমে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন, তবে দুই জনের বেশী এজেন্ট মনোনীত করিতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে বিকাল ৫টার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর এজেন্টগণের দুই কপি কর পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করায়া নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে।

৯। ভোট প্রদানকালে ফটোযুক্ত পরিচয়পত্র যেমনঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আই.ডি., পাসপোর্ট (বাংলাদেশি/আমেরিকান), গ্রীণকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত পরিচয়পত্রগুলোর যে কোন একটি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

১০। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না।

১১। ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। মনোনীত ব্যক্তি তাঁর নিজের ভোট ও যাকে সাহায্য করবেন, এই দুই ভোট ব্যতিত আর কাউকে সাহায্য করতে পারবেন না।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর দুই তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে জামানতের দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা ফেরত দেওয়া হবে না।

১৩। নির্বাচন কেন্দ্রে কেউ কোনো প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইনরক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।

১৪। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১৫। মনোনয়ন পত্রসহ নির্বাচনী বিধিমালা সম্বলিত প্যাকেজ ১০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) নগদ প্রদান করে প্রার্থীগন নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আগামী ৩১ জুলাই - ২ আগষ্ট বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। SNS Accounting (35-42 31st Astoria, NY 11106)

১৬। নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আগামী ৮-৪-২০২৪ তারিখ নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফিসহ জমা দিতে পারবেন। (স্থান ও ঠিকানাঃ জালালাবাদ ভবন - 36-07 31st Astoria, NY 11106) উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন পত্রে কোন ভুল ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, ঠিকানা ও জন্ম তারিখ অথবা অসম্পূর্ণ হইলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যাচাই করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গৃহীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন।

১৭। প্রার্থীগন আগামী ৮/৬/২০২৪, বুধবার সশরীরে উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। (স্থান ও ঠিকানাঃ জালালাবাদ ভবন - 36-07 31st Astoria, NY 11106)

আগামী ২৫ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

মোঃ আজিজুর রহমান
নির্বাচন কমিশনার

মোঃ আমিনুল হক চুন্নু
নির্বাচন কমিশনার

মোবাশ্বির হোসেন চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

সৈয়দ শওকত আলী
নির্বাচন কমিশনার

একসঙ্গে এত রক্ত স্বাধীনতার পর এ দেশে আর কখনো ঝরেনি

কেন পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ ও রক্তাক্ত হয়ে উঠল?

গো লা ম মো র্তো জা

মাটিতে রক্তের দাগ রেখে চিরবিদায় নিয়েছেন এই মানুষগুলো। ডেইলি স্টারের তথ্যানুযায়ী, মাত্র ছয় দিনে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫৪ জন। এই সময়ে রক্ত ঝরিয়ে আহত হয়েছেন শত না হাজার, সঠিক হিসাব নেই। কোনোদিন সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে, তারও নিশ্চয়তা নেই। সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আক্রমণ করলে তারা তো গুলি করবেই। এতে হতাহত হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু সাঈদকে পুলিশ ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, আবু সাঈদ পুলিশের থেকে বেশ দূরে ছিলেন। কোনোভাবেই তিনি পুলিশকে আক্রমণ করেননি। তাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোনো মিল নেই, বড় রকমের বৈপরীত্য আছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনও কোনো আন্দোলনে মাত্র পাঁচ-ছয় দিনে এত সংখ্যক মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হননি। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নয় বছরেও এত মানুষ নিহত হননি। বলে রাখা দরকার, স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনই স্বাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আন্দোলন। সেই আন্দোলনও সহিংস ছিল। ভাঙচুর, আগুন সবই হয়েছে। বিদ্যুতের পোল ভেঙে, সেই পোল দিয়ে সচিবালয়ের দেওয়াল ফুটো করে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে সেই আন্দোলনে।

২০১৩-১৪ সালের নির্বাচন প্রতিহতের আন্দোলনে নিহত-আহতের নির্ভরযোগ্য সঠিক তথ্য অজানা। এখন প্রশ্ন মূলত একটি-কেন পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ ও রক্তাক্ত হয়ে উঠল?

এই প্রশ্নের উত্তরের আগে বলে নেওয়া দরকার, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল সেই আন্দোলন। ৫ জুন আদালত কোটা বাতিলের পরিপত্র বাতিল করে দেন। ফলে কোটা ব্যবস্থা আবার ফিরে আসে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিল করা হয় সব ধরনের কোটা। গত ১৪ জুলাইয়ের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন, 'খুব বিরক্ত' হয়ে 'কোটা বাতিল' করে দিয়েছিলেন তিনি। সরকার পরিপত্র জারি করে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সেই পরিপত্র বাতিল করে দেন।

সরকার এর বিরুদ্ধে আপিল করে ৬ জুলাই। তাতে আস্থা না রেখে পরিপত্র পুনর্বহাল বা কোটা সংস্কারের দাবিতে আবার আন্দোলন শুরু হয়। ৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পরিপত্র বাতিলের রায়ে ১০ জুলাই স্থিতাবস্থা দিলেও আন্দোলন চলমান থাকে। আপিল বিভাগে শুনানির দিন ধার্য করেন ২১ জুলাই।

এই সময়কালে আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আন্দোলন বিষয়ে নানা রকমের কথা বলতে থাকেন। আন্দোলনকারীরা আইন মানে না, সংবিধান মানে না, আদালতের মাধ্যমেই সমাধান হতে হবে, আদালতকে পাশ কাটিয়ে সরকার কিছু করবে না ইত্যাদি কথা বলতে থাকেন। কোনো কোনো মন্ত্রীর বক্তব্যে আন্দোলনকারীদের বিষয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রকাশ পায়। তখন পর্যন্ত আন্দোলন শতভাগ শান্তিপূর্ণ ছিল। সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেই সহিংসতা, ভাঙচুর, আগুন ও রক্তের ঝরনা বয়ে গেল। কেন?

উত্তর খোঁজার জন্য খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। সাত-আট দিন আগে গেলেই চলবে। ১৪ জুলাই আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে জানায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দাবি না মানলে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও (চাকরি) পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন।' (দ্য ডেইলি স্টার, ১৪ জুলাই ২০২৪)

এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল করেন। রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের মেয়েরা মিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিলের স্লোগান ছিল, 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার'। শিক্ষার্থীদের এই স্লোগানের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। শিক্ষার্থীরা যদিও বলেছেন, তাদের পুরো স্লোগান ছিল 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার'।

১৫ জুলাই ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আন্দোলন থেকে আত্মস্বীকৃত রাজাকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রকাশ পেয়েছে। এর জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তুত।' (দ্য ডেইলি স্টার, ১৫ জুলাই ২০২৪)

সেদিনই ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'ছাত্রলীগ রাজনৈতিকভাবে এটা (কোটা সংস্কার আন্দোলন) মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।' (দ্য ডেইলি স্টার)

ওই দিন বিকেল থেকে ছাত্রলীগ কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা শুরু করে। পরের দিন ১৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে দুপুর ১২টায় আন্দোলনকারীরা সমাবেশের ঘোষণা দেয়। ছাত্রলীগও একইস্থানে বিকেল ৩টায় সমাবেশের ঘোষণা দেয়। আন্দোলন আরও সহিংস হয়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কোটা আন্দোলনকারীরা ঘোষণা অনুযায়ী রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমবেত হতে শুরু করলে ছাত্রলীগ হামলা করে। নিরস্ত্র আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠি-রড-হকিস্টিক, রামদা-পিস্তল-শটগান নিয়ে হামলা শুরু করে ছাত্রলীগ। কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের এই হামলা চলতে থাকে। বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী আহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় কোটা আন্দোলনকারীরা। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান নেয় কার্জন হল ও শহীদ মিনার এলাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ছাত্রলীগ, পুলিশ, বিজিবি। রাতে পুলিশের সহায়তায় ঢাবি, রাবি, জাবির হলগুলোতে ছাত্রলীগ কোটা আন্দোলনকারীদের খুঁজে খুঁজে মারধর করে। অনেককে হল থেকে বের করে দেয়। এতে আন্দোলনকারীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৬ জুলাই রাতে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দেয়।

পরেরদিন ১৭ জুলাই কোটা আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা শিক্ষার্থীদের লাঠি হাতে শহীদ মিনারে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান। এই প্রথম আন্দোলনকারীরা হাতে লাঠি নেয় ছাত্রলীগের লাঠি-হকিস্টিক-রামদা, পিস্তল-শটগানের বিপরীতে। পুলিশ, ছাত্রলীগ অস্ত্রধারীদের সঙ্গে নিয়ে একের পর এক আক্রমণ করে কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় জাবি ও রাবিতেও। উল্লেখ, জাবি ও রাবিতেও রাতে কোটা আন্দোলনকারী খুঁজে নির্যাতন করে ছাত্রলীগ।

সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধও হয় সমানতালে। কোথাও কোথাও ছাত্রলীগ পিছু হটতে থাকে। বিকেলের দিকে ছাত্রলীগ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। শুধু রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নিয়ে থাকে ছাত্রলীগ। রোকেয়া হলের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

প্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেলে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায় অন্যান্য নেতারাও। যার প্রভাব পরে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগরসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাবেশ শেষে রাজু ভাস্কর্যের সামনে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা যখন বিরিয়ানি খাচ্ছিলেন, তখন ঢাবি-জাবির হলগুলো তাদের হাতছাড়া হচ্ছিল।

রাতে রোকেয়া ও শামসুন্নাহারসহ মেয়েদের হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ নেত্রীদের বের করে দেওয়া শুরু হয়। ছেলেদের সবগুলো হল থেকে ছাত্রলীগ নেতারা চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে কোটা আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতার রুমে ভাঙচুর চালানো হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোটা আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধের মুখে ঢাকা, জাবি, রাবি ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছাত্রলীগ। তখন সব হলে কোটা আন্দোলনকারীরা অবস্থান করছিলেন। অনেকে সকালেই হল ছেড়ে চলে যায়। আন্দোলনকারীরা হল ছেড়ে যাবেন না বলে ঘোষণা দেন।

বিকেল থেকে পুলিশ, বিজিবি, গোয়েন্দারা রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে ক্যাম্পাসে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে। তারা হলে হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বের করে দেয়। শিক্ষার্থীদের যাওয়ার সময় নীলক্ষেত ও শাহবাগে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ তাদের অনেককে নাজেহাল করে।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্রলীগকে দিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা এবং পুলিশ-বিজিবির বিবেচনাহীন গুলি চালানো। ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লাঠি-হকিস্টিক ব্যবহার করেছে। ছাত্রলীগের সঙ্গে রামদা-পিস্তল-শটগান হাতে যারা শিক্ষার্থীদের গুলি করলো, গণমাধ্যমে যাদের ছবি প্রকাশিত হলো, তারা কারা? তারা কি ছাত্রলীগ? তাদের ছবি পর্যালোচনা করে বোঝা যায়, তারা সম্ভবত সরাসরি ছাত্রলীগের নেতাকর্মী নয়। তবে তারা ছাত্রলীগের হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে। ধারণা করা হয়, এরা বহিরাগত সন্ত্রাসী। এই বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গুলিতে, রামদার কোপে বহু শিক্ষার্থী হতাহত হয়েছে। এটা কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আরও বিক্ষুব্ধ করেছে।

পুলিশ রাবার ও প্রাণঘাতী বুলেট চালিয়েছে আন্দোলনকারীদের বুক বরাবর। বিজিবিও গুলি চালিয়েছে বুক বরাবর। ভিডিও চিত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি যার প্রমাণ। এটা আন্দোলন দমানোর নিয়ম-রীতি বিরুদ্ধ। উপরের দিকে গুলি চালিয়ে আন্দোলনকারীদের ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া পুলিশ-বিজিবির উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে, শরীরে গুলিবিদ্ধ করাই মূল লক্ষ্য। ফলে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে ভয়ানকভাবে।

কোটা আন্দোলনে সরকার 'তৃতীয় পক্ষ'র প্রসঙ্গটি বারবার সামনে এনেছে। তার আগে কোনো কোনো গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানও এমন কথা বলেছেন যে কোটা আন্দোলনে 'অনুপ্রবেশকারী' ঢুকেছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। মূলত অরাজনৈতিক এই আন্দোলনে সমর্থন ছিল সব মত-পথের শিক্ষার্থীদের। নিশ্চয় এই আন্দোলনের ভেতরে ছাত্রদল, শিবির ও বাম সংগঠনের কর্মীরা ছিলেন। ছিলেন ছাত্রলীগের কর্মীরাও। এই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ছাত্রলীগের ৫০ জনের বেশি নেতা পদত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীরাই। নেতৃত্ব কখনও ছাত্রদল বা শিবিরের হাতে যায়নি। কিন্তু সরকার কঠিন-কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন সহিংস পরিস্থিতিতে রূপ নেয়। ছবি সংগৃহীত

> আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ছাত্র রাজনীতি থেকেই তিনি উঠে এসেছেন। এক সময় সাংবাদিকতাও করেছেন। তার মতো একজন রাজনীতিক এত বড় ও জনসমর্থিত আন্দোলন কেন ছাত্রলীগকে দিয়ে মোকাবিলা করতে চাইলেন? তার বক্তব্যের পর ছাত্রলীগ যেভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করলো, সারা দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লো, একটি আন্দোলনে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মানুষ নিহত ও আহত হলেন এই দায় ওবায়দুল কাদের কোনোদিন এড়াতে পারবেন না। এই দায়ের ইতিহাস বারবার ফিরে আসবে। বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি অভিজ্ঞ আইনজীবী ও আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও। তিনি যখন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন, আপিল শুনানির তারিখ এগিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন, তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আবু সাঈদকে হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলিতে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। গুলি চালানোর আগেই যদি আলোচনায় বসতেন, শুনানির তারিখ এগিয়ে আনতেন, তাহলে পরিস্থিতি হয়তো অন্য রকম হতে পারতো।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ছাত্র রাজনীতি থেকেই তিনি উঠে এসেছেন। এক সময় সাংবাদিকতাও করেছেন। তার মতো একজন রাজনীতিক এত বড় ও জনসমর্থিত আন্দোলন কেন ছাত্রলীগকে দিয়ে মোকাবিলা করতে চাইলেন? তার বক্তব্যের পর ছাত্রলীগ যেভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করলো, সারা দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লো, একটি আন্দোলনে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মানুষ নিহত ও আহত হলেন এই দায় ওবায়দুল কাদের কোনোদিন এড়াতে পারবেন না। এই দায়ের ইতিহাস বারবার ফিরে আসবে।

বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি অভিজ্ঞ আইনজীবী ও আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও। তিনি যখন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন, আপিল শুনানির তারিখ এগিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন, তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আবু সাঈদকে হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলিতে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। গুলি চালানোর আগেই যদি আলোচনায় বসতেন, শুনানির তারিখ এগিয়ে আনতেন, তাহলে পরিস্থিতি হয়তো অন্য রকম হতে পারতো।

প্রেম ও বিপ্লবের কবিখ্যাত পাবলো নেরুদার 'আই অ্যাম এক্সপ্লেইনিং অ্যা ফিউ থিংগস' কবিতার সঙ্গে অনেকেই কমবেশি পরিচিত। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন এমন:

'কাম অ্যান্ড সি দ্য ব্লাড ইন দ্য স্ট্রিটস
কাম অ্যান্ড সি
দ্য ব্লাড ইন দ্য স্ট্রিটস
কাম অ্যান্ড সি দ্য ব্লাড
ইন দ্য স্ট্রিটস!'

একসঙ্গে এত রক্ত স্বাধীনতার পর এ দেশে আর কখনো ঝরেনি।

লেখক: সাংবাদিক, রাজনীতি বিশ্লেষক
e-mail: mortoza@thedailystar.net

> একই সঙ্গে রাষ্ট্রের স্পর্শকাতর বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা বেহাল, সেটাও সামনে এসেছে। দেশের কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ডেটা সেন্টার কেন এতটা অরক্ষিত থাকে, কেন সেখানে সার্বক্ষণিক বিশেষ নিরাপত্তাবলয় থাকবে না, সেটাও একটা প্রশ্ন। নাকি ভবনের প্রবেশদ্বারে শনাক্তকারী ডিভাইস ও কয়েকটি সিসি ক্যামেরা বসালেই নিরাপত্তা যথেষ্ট হয় বলে কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল! হামলাকারীরা কোথাও ন্যূনতম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সেতু ভবনে দুই দফা হামলা হলো, ৫ ঘণ্টা ধরে সেখানে বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ৫৫টি গাড়ি ভস্মীভূত করা হলো কোনো বাধা ছাড়াই! পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, এক্সপ্রেসওয়েসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নথি পুড়ে গেছে বলে সেতুসচিব জানিয়েছেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ নথি আর দশটা সরকারি নথির মতো সরকারি দপ্তরে অসাবধানে অরক্ষিত থাকে কীভাবে বলুন তো? বিটিভি ভবনে আগুন দেওয়ার অনেক পরে সেখানে বিজিবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে কেন বাড়তি নিরাপত্তা থাকে না? কিংবা ধরুন, নরসিংদী কারাগারের দেয়াল ভাঙা থেকে শুরু করে সব সেলের তালা ভেঙে ৯ শীর্ষ জঙ্গিসহ ৮২৬ আসামি পালিয়ে যাওয়া, অস্ত্রাগার লুট হওয়াসব মিলিয়ে ৩ ঘণ্টার তাণ্ডব কেন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি? কেন এসব ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যর্থ হলো? আবার ঘটনার পরেও কেন তিন দিন ধরে জেলখানা অরক্ষিত রাখা হলো?

কালক্ষেপণে অপূরণীয় ক্ষতি

হাফিজ আদনান রিয়াদ

সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপণ আর অনিয়ন্ত্রিত শক্তি প্রয়োগের ফলে নাজুক হয়ে ওঠা পরিস্থিতিতে, হঠাৎ চারদিকে ব্যাপক নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নৈতিক বিজয় হয়েছে। অস্বাভাবিক চড়া মূল্যে আন্দোলনে সফলতা এলেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্রদের নতুন দাবিগুলোর সুরাহা এখনো হয়নি। এদিকে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত নাশকতার স্রোতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থার বেহালদশা প্রকাশ পেয়েছে।

সরকার প্রথম দিকে আন্দোলনের তীব্রতা বুঝে উঠতে পারেনি বলে মনে হয়েছে। এবারের ছাত্র আন্দোলনে প্রথম থেকেই নানামুখী শক্তির সমাবেশ ছিল। বিভিন্ন মাত্রায় প্রায় সব ছাত্রসংগঠন এখানে যুক্ত হয়েছে। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি। একটি আন্দোলনে যেখানে নানা প্রবণতা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে, সেখানে সরকারের ত্বরিত সিদ্ধান্তে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা ছিল বাঞ্ছনীয়। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কী করেছে বা তাদের কাছে কী তথ্য ছিল, কেন তারা সরকারকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ১৬ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের বাঁকা প্রশ্নের বাঁকা উত্তরে যে বিস্ফোরণ হলো, তা-ও সরকার যথাযথ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। আন্দোলনের ভেতরে থাকা সাম্প্রদায়িক শক্তির উসকানিতে আন্দোলনকারীদের একাংশ যে বীভৎস স্লোগান শুরু করেছিল, তাতে অধিকাংশের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না; বরং ঘণ্টাখানেকের ভেতর সেই স্লোগান উড়ে গেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নতুন স্লোগানে। কিন্তু সরকারপক্ষ এবং কিছু বিজ্ঞজন ঢালাওভাবে পুরো প্রজন্মকে যেভাবে স্বাধীনতার চেতনাহীন হিসেবে আক্রমণ করেছে, তাতে ছাত্রদের ক্ষোভ আরও তীব্রতর হয়েছে। ১৭ জুলাই যখন আন্দোলন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং রংপুরে আন্দোলনকারী ছাত্র সাঈদকে গুলি করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সারা দেশে ছয়জন ছাত্র নিহতের খবর জানা গেল। এরপর ১৮ জুলাই আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠায় সরকার আরও কঠোরতায় ছাত্রদের দমন করতে চাইল।

নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচার টিয়ার শেল (মেয়াদোত্তীর্ণসহ), চেতনানাশক নিউট্রালাজিং ৩৮ এমএম বুলেট (যা বন্য প্রাণী নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়), রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, হেলিকপ্টার স্নাইপার, যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলে। সারা দেশে ৪২ জন বা তারও বেশি ছাত্র নিহত হয়। কয়েক শ ছাত্র রাবার বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে। এই সুযোগে নাশকতাকারীরা বিটিভি থেকে শুরু করে নানা সরকারি স্থাপনায় হামলা, জ্বালাও-পোড়াও করেছে। ১৯ জুলাই ছাত্ররা রাজপথে না থাকলেও নাশকতাকারীদের হামলা অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাতে কারফিউ জারি করতে সরকার বাধ্য হলো। ইতিমধ্যে সারা দেশে প্রায় ১৪০ জন নিহত হয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। প্রথমে আন্দোলন দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর যে তৎপরতা ছিল, নাশকতায় একের পর এক রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের সময় তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সময় নিতে দেখা গেছে। সাধারণ জনগণ এমনটাও বলছে, প্রথম দুই দিনের ছাত্রহত্যা ও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা, আপাত চাপা পড়ে গেল তৃতীয় দিনের নাশকতার ব্যাপকতায়। এ দফায় সরকার নিজেকে রক্ষার পথ পেল বলেও রাজনৈতিক মহল মনে করছে। কিন্তু এত এত ছাত্রের রক্তের দাগ মুছে দেওয়া সহজ নয়। হত্যাযজ্ঞের দায় সরকার এড়াতে পারে না।

আবার নাশকতাকারীদের ধ্বংসযজ্ঞও আকস্মিকভাবে ঘটেছে বলে মনে করার কারণ নেই। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে 'তৃতীয় পক্ষ' পরিকল্পিতভাবে শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং চরম নাশকতা চালিয়েছে। তাদের এই শক্তি সমাবেশ করতে পারাটাও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যর্থতাই স্পষ্ট করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কেন আগাম তথ্য পেল না, এটা তাদের ব্যর্থতা, নাকি শৈথিল্য সে প্রশ্নও সামনে আসছে।

একই সঙ্গে রাষ্ট্রের স্পর্শকাতর বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা বেহাল, সেটাও সামনে এসেছে। দেশের কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ডেটা সেন্টার কেন এতটা অরক্ষিত থাকে, কেন সেখানে সার্বক্ষণিক বিশেষ নিরাপত্তাবলয় থাকবে না, সেটাও একটা প্রশ্ন। নাকি ভবনের প্রবেশদ্বারে শনাক্তকারী ডিভাইস ও কয়েকটি সিসি ক্যামেরা বসালেই নিরাপত্তা যথেষ্ট হয় বলে কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল! হামলাকারীরা কোথাও ন্যূনতম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সেতু ভবনে দুই দফা হামলা হলো, ৫ ঘণ্টা ধরে সেখানে বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ৫৫টি গাড়ি ভস্মীভূত করা হলো কোনো বাধা ছাড়াই! পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, এক্সপ্রেসওয়েসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নথি পুড়ে গেছে বলে সেতুসচিব জানিয়েছেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ নথি আর দশটা সরকারি নথির মতো সরকারি দপ্তরে অসাবধানে অরক্ষিত থাকে কীভাবে বলুন তো? বিটিভি ভবনে আগুন দেওয়ার অনেক পরে সেখানে বিজিবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে কেন বাড়তি নিরাপত্তা থাকে না? কিংবা ধরুন, নরসিংদী কারাগারের দেয়াল ভাঙা থেকে শুরু করে সব সেলের তালা ভেঙে ৯ শীর্ষ জঙ্গিসহ ৮২৬ আসামি পালিয়ে যাওয়া, অস্ত্রাগার লুট হওয়াসব মিলিয়ে ৩ ঘণ্টার তাণ্ডব কেন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি? কেন এসব ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যর্থ হলো? আবার ঘটনার পরেও কেন তিন দিন ধরে জেলখানা অরক্ষিত রাখা হলো? ক্রাইম সিন কর্ডন না করে কেন সেখানে স্থানীয়দের বিপুল উৎসাহ নিয়ে মোবাইলে ছবি তোলা ও সেলের ভেতর ভিডিও করতে দেওয়া হলো? এর আগেও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলকে সংরক্ষণে ব্যাপক শিথিলতা দেখা গেছে।

প্রতি ক্ষেত্রেই সেসব স্থানে উৎসুক জনতাকে অবাধে বিচরণ করতে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় বাজেটের বড় অঙ্কের বরাদ্দ পাওয়া জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা খাতের এই বেহালদশা কীভাবে সম্ভব? একটা বিষয় পরিষ্কার, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর হর্তাকর্তাদের দপ্তরের চিত্তাকর্ষক প্রবেশদ্বার, দামি আসবাব সজ্জা এবং আধুনিকায়নের নামে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হলেও, তাদের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত কাজ হয়নি। তাদের নিরাপত্তা ধারণায় এখনো শুধু ঊর্ধ্বতন কয়েকজন ব্যক্তির নিরাপত্তায় সীমিত, জনগণের জানমাল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তাও যে অন্তর্ভুক্ত, সেটা সম্ভবত অযত্নেই থেকে যায়। সার্বিক প্রেক্ষাপটে এমন সন্দেহও জনমনে রয়েছে যে রাষ্ট্রীয় স্থাপনা রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীর পূর্বপ্রস্তুতি তো ছিলই না, এমনকি হামলার পরেও তা রক্ষায় তাদের প্রচেষ্টায় ঘাটতি ছিল। সামনে নিরাপত্তা পরিস্থিতির আরও বড় বিপদ ঘটার আগেই রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর সম্পদের নিরাপত্তাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন

হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেল্ফ!

(শেষ পাতার পর) রাস্তায় ট্যাংক সাজোয়া যান। আকাশ থেকে এয়ারশেলিং। কত লোক মারা গেল সে রাতে জানা গেল না। এখানে-ওখানে শুধু লাশ। ধ্বংসস্তুপ। ট্রাকে করে জীপে করে সে লাশ নিয়ে কোথায় ফেলে দিয়ে আসলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। প্রাণভয়ে মানুষ যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। শুরু হলো ঘরে ঘরে হানা। কোথায় ছাত্র লুকিয়ে আছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো প্রথম টার্গেট। দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ। হাসপাতাল মর্গে লাশের স্তুপ। কত লাশের কোন দাবীদার নাই। বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন হলো। যুক্ত হলো লীগ বাহিনী (মুসলিম লীগ)। সাথে ভারত থেকে আসা ('৪৭এ) অবাঙালীরা। শুরু হলো মিলিত তান্ডব। সদরে আলা (ইয়াহিয়া খান) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষনে ব্যখ্যা করলো কোন পরিস্থিতিতে তাকে এই এ্যাকশনে যেতে হয়েছে। দুষ্কৃতকারিদের (আন্দোলনকারী ছাত্র জনতা) বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি। মার দেঙ্গে শের কুচাল দেঙ্গে। কোন ছাড় দেওয়া হবে না। একটা একটা করে খুঁজে বের করা হবে। শত শত ছাত্র যুবক ভিন্ন মতাবলম্বি রাজনীতিককে গ্রেপ্তার করা হলো। কারাগারগুলোয় ঠাঁই নাই।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। কারফিউ শিথিল হলো। মিলিটারি জান্তা বিভিন্ন ধ্বংশযজ্ঞের ছবি তুলে এনে বিদেশীদেরকে দেখিয়ে তাদের হত্যাযজ্ঞ জাস্টিফাই করার চেষ্টা করলো। টিক্কা খান নিয়াজীরা পরিদর্শন করলো কিছু জায়গা। ইয়াহিয়া খান আখবারে নুমায়েন্দু (সিনিয়র সাংবাদিক এবং সম্পাদক)-দেরকে ডেকে এনে তাদের সাথে বৈঠক করলো। সহযোগীতা কামনা করলো। নুমায়েন্দুরাও তাদের সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে সব ধরনের সহযোগীতার আশ্বাস দিলো।

আমরা কোন খবর পাচ্ছি না। যে যেভাবে পেরেছি ঢাকার বাইরে চলে গেছি। যার যার সাধ্যমত মুক্তিবাহিনী গঠন শুরু করেছি। সংবাদপত্র নেই। টেলিফোন সুবিধা সীমিত। ঢাকায় চলছে শুধু সরকারি বেতার মাধ্যম রেডিও পাকিস্তান ঢাকা। ডিটিভি বা ঢাকা টেলিভিশন সন্ধ্যায় কয়েক ঘন্টা করে চলে। উভয় মাধ্যমে শুধু জান্তা সরকারের সরবরাহ করা খবরখবর। আমাদের খবর পাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন আকাশবাণী কোলকাতা। যাদের কাছে ট্রানজিষ্টার আছে তারা বিবিসি শুনতে পান। এই দুই মাধ্যম থেকেই যতটুকু খবর আমরা পাই। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত শংকর রায় বলেন পুর্ব পাকিস্তানের দূর্গত মানুষকে তিনি আশ্রয় দেবেন। ভারত সরকার বর্ডার খুলে দেয়। মানুষ দলেদলে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে।

কলকাতার ছাত্র জনতা হানাদার বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্বের যে সব জায়গায় বাঙালী ছিলেন প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় বিশ্বব্যপী তুমুল আন্দোলন। গড়ে ওঠে স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত। দেশে তরুণ যুবকরা মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করে মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লড়াই যত তীব্র হয় হানাদারদের বর্বরতা নৃশংসতা তত বিভৎস্য হয়ে উঠতে থাকে। হানাদারদের এইযে এত নির্মমতা নিষ্ঠুরতা, রেহাই পায় না হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বা কোন ধর্মের কেউ। একদিকে মানবতার এই পরাজয়, পাশাপাশি দানবতার পৈচাশিক উল্লাশ। এক কোটী যারা ভারতে ঠাঁই পেয়েছে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, রয়ে যাওয়া সাড়ে ছয় কোটীর টিকে থাকার সংগ্রাম। মাঝেমাঝে ভীষনভাবে হতাশ হয়ে পড়ি। একই মুসলমান, অথচ ইসলাম রক্ষার নাম নিয়ে সেই মুসলমানের বুকে গুলী চালাচ্ছে আর এক মুসলমান! মুসলমান মা বোনদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে রেপ করছে! গোটা জাতি যার যার ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সৃস্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতো জালিম শাষনের আশু অবসানের। হানাদার বাহিনীর পতনের। দিনের পর দিন যায় মাসের পর মাস যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফায়সালা আসে না। উল্টো পিচাশদের প্রলয়নৃত্য আরও বাড়ে। হতাশ হয়ে যাই। কখনও কখনও আল্লাহর ওপর থেকে আস্থাই উঠে যেতে চায়। কেন তিনি এমন করছেন! কেন জালিমদেরকে ধ্বংশ করে দিচ্ছেন না! কি দোষ করেছে এই জনগোষ্ঠী! কেন তাদের ওপর এই আজাব!

অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আল্লাহর ফায়সালা চলে আসে। হানাদার বাহিনীর বাঘা বাঘা সব জেনারেলরা তাদের ৯৩ হাজার কুলাঙ্গার সৈন্যসহ আত্মসমর্পন করে। প্রবল পরাক্রমশালী দাম্ভিক মাথামোটা অর্দ্ধ উন্মাদ ইয়াহিয়া খানের পতন হয়। আমরা মুক্তি পাই দেশ স্বাধীন হয়।

সেদিনের সেই স্মৃতি এখনও তাড়া করে ফেরে। মাঝেমাঝে দু:স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি! সেই স্মৃতিগুলো যেন বাস্তব হয়ে ফিরে আসে। 'হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেল্ফ' বলে একটা কথা আছে। তাই বলে এত মিলে যায় কিভাবে!

সফলতার ২৮ বছরের বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটতে পারে

(১২ এর পাতার পর)

নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয় দেখা হয়। আমি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শিখেছি এটাই আমার কাজ। এর ফল সুখকর নয়। ফল হ-য-ব-র-ল। বাইরে থেকে এটাকে অন্যভাবে দেখা হয়। এর মধ্যদিয়েই আমাদেরকে কাজ করতে হয় ভারসাম্য রক্ষা করে।

এরপর সঞ্চালক আবু তাহের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনার কাছে জানতে চান যে, যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার, অনেক কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর ও অন্যরা বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অন্য অনেক দেশও। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতীয় পত্রিকা দ্য হিন্দুকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নতুন নির্বাচন দাবি করেছেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দাবি করেছেন। জবাবে ড্যান মোজেনা বলেন, সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশী জনগণ যা সমর্থন করে, কথা বলতে চায়- তাতে আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি গত প্রায় সাড়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত ঘটনায় যারা জড়িত তাদেরকে নিয়ে সব পক্ষের মধ্যে অর্থপূর্ণ সংলাপ হওয়া উচিত। বাংলাদেশে স্বচ্ছ বিষয় হতে পারে তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেন গঠনমূলক উপায়ে। তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ বের করতে পারেন। বিকল্প পথ বের করতে হবে। আমার আইডিয়া আছে। কিন্তু অনেক আইডিয়া আছে এক্ষেত্রে। আপনি বলেছেন ইউনূস বলেছেন নতুন নির্বাচন। এটা ভালো আইডিয়া হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এ বিষয়ে আমার আইডিয়া নেই। আমি এটা নিয়ে রায় দিচ্ছি না। আমি এটা জনগণের কাছে ছেড়ে দিতে চাই, যারা আলোচনার মধ্যদিয়ে এটা ঠিক করতে পারেন। তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এটা সহায়ক কিনা।

এ অঞ্চলে ভারত-চীনের ভূমিকা কী, বাংলাদেশের কূটনীতি চীন ও ভারতের সঙ্গে, এ নিয়ে কথার লড়াই আছে। এ বিষয়ে বলুন। এ বিষয়ে ড্যান মোজেনা বলেন, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, জনগণের কল্যাণ এসবই তাদের উত্তম স্বার্থের বিষয়। কখনো কখনো এই ইন্টারেস্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এ সময়ে আপনাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্র, চায়না, ভারত, রাশিয়া আমরা সবাই বাংলাদেশকে একটি পুরোপুরি অর্থপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চাই। এটা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়া সবার জন্যই মঙ্গলজনক।

রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনার কাছে নতুন প্রশ্ন করা হয়- আপনি বাংলাদেশে থাকার সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। উত্তরে হাস্যোজ্জ্বল মোজেনা বলেন- হ্যাঁ, আমি সবার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেছি।

প্রশ্ন: আপনার বেস্টফ্রেন্ড কে?

ড্যান মোজেনা বলেন, আমার সময়ের ছবিগুলো দেখুন। আমার মুখে সব সময় হাসি দেখবেন। আমি বাংলাদেশের কৃষকের ধানক্ষেতে গিয়েছি। তারা আমার বেস্টফ্রেন্ড। পাবনার কৃষক। এসব মানুষই আমার বেস্টফ্রেন্ডস।

তার কাছে জানতে চাওয়া হয়- হাসিনা-খালেদার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। কার সঙ্গে কাজ করতে চান।

মোজেনা বলেন, আমি সবার সঙ্গেই কাজ করতে চাই।

আপনার ভালো অথবা মন্দ অভিজ্ঞতা কী?

মোজেনা বলেন, আমি অনেকবার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছি। তিনি আমাকে ৬৪টি জেলা ঘোরার অনুমতি দিয়েছেন। সেটা না করে তিনি আমাকে থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আমি এসব সফর করতে চেয়েছি। তিনি আমাকে সহায়তা করেছেন। নিরাপত্তা দিয়েছেন। প্রতিটি জেলায় তিনি আমাকে সরকারের গেস্টহাউস ব্যবহার করতে দিয়েছেন। সব সরকারি অফিসে আমাকে যেতে দিয়েছেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গেও আমার খুব ভালো সম্পর্ক। তারা সবাই আমার প্রতি আন্তরিক ছিলেন।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আগস্ট ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ষ্টেট (ডিওএস) আগষ্ট ২০২৪ এর ভিসা বুলিটিন প্রকাশ করেছে। নীচে আগস্ট ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। 'ফাইনাল একশন ডেট' বলতে সেই ডেট কে বোঝানো হয় যখন ইউএসসি আইএস। ডিওএস পারিবারিকভাবে আবেদনকারীদের আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে ঐ তারিখের পূর্বে। ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার: প্রথম:- (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা- অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/ স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা।

এ, (এফ ২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান। নভেম্বর ১৫, ২০২১।

বি, (এফ ২ বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টেদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা (২১বছর বয়সী অথবা তদুর্ধ)। মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ইউএসসিআইএস এর ঘোষিত নতুন ফি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইউএসসিআইএস-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন:

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার করা আবেদনে আমার স্ত্রী গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। তারপর থেকে সে এখানেই অবস্থান করছিল। কয়েকমাস আগে সে বাংলাদেশে তার বাবার গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে বাবার কাছে গিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তারপর থেকে সে প্রায় পাঁচ মাসের মত বাংলাদেশে তার বাবার কাছে রয়েছে। সে যখন বাংলাদেশে যায় তখন সে প্রেগন্যান্ট ছিলো। ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে সে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলো। ডাক্তার তাকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে জটিল অবস্থায় সে সন্তান প্রসব করে। এই অবস্থায় ডাক্তার তাকে আরো দুই মাস ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে।

এব্যাপারে আমি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। আমি এই বিভাগের প্রায় একজন নিয়মিত পাঠক। বেশ কিছুদিন আগে প্রায় আমাদের মত একটি ঘটনা এই বিভাগে পড়েছিলাম। আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্ত্রী বাংলাদেশের ছয় মাসের বেশি সময় অবস্থান করতে পারবে কিনা? আর আমাদের বেবির কি অবস্থা হবে? বাংলাদেশ বেরিয়ে সে এখানে আসতে পারবে কি না। আমি কি এখান থেকে বেবির গ্রীন কার্ড এর জন্য আবেদন করতে পারব কিনা? আর জানার বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

মাহিম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর:

গ্রীন কার্ডধারীরা ইউএস এর বাইরে গিয়ে তাদের স্ট্যাটাসের ক্ষতি না করে এক বছর সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। ছয় মাসের বেশি অনুপস্থিতি কিন্তু এক বছরের কম এই অনুপস্থিতি হলে ইউএস রেসিডেন্সির কন্টিনিউটি ভঙ্গ হবে। যা আপনার স্ত্রী সিটিজেনশিপে প্রভাব ফেলবে। আপনার স্ত্রীর বাংলাদেশের অবস্থান যদি ছয় মাসের বেশি হয়, ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করতে পারে এদেশের বাইরে অবস্থান সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে রেসিডেন্সি ধরে রাখার ইচ্ছা সম্পর্কে।

আপনার স্ত্রী ছয় মাসের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন যদি বৈধ এবং যথার্থ কারণ থাকে এই অবস্থানের পেছনে।

আপনার অপর প্রশ্নের ব্যাপারে বলছি যে, আপনার স্ত্রী বেবির গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন না। আর আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন, তবে আপনার এই নতুন জন্মগ্রহণকরা বেবি ইউএস সিটিজেন হয়ে আসবে। এজন্য আপনাকে তার ইউএস পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করতে হবে ঢাকা ইউএস অ্যাম্বাসিতে। তার ভিসা অথবা গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে না। মা-বাবার কেউ একজন যদি ইউএস সিটিজেন হন, তবে সন্তান ইউএস সিটিজেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

কিন্তু গ্রীন কার্ডধারীর কোন সন্তান ইউএস এর বাইরে জন্মগ্রহণ করলেই সে সন্তান গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং সন্তানটি যখন ইউএসএ প্রবেশ করবে, তখন পোর্ট অব এন্ট্রিতে কর্তব্যরত কর্মকর্তা বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ফরম (আই-১৮১) দেবেন। যে ফর্মটি প্রমাণ করবে যে সে বৈধভাবে প্রবেশ করেছে। বেবিটি তখন বৈধ প্রবেশের ভিত্তিতে গ্রিন কার্ড লাভ করবে। এটি জানা থাকা জরুরি যে, মা তার প্রথম প্রবেশের সময় বেবিকে তার সঙ্গে আনতে পারবেন। তবে সন্তানটিকে অবশ্যই জন্মের দুই বছরের মধ্যে আনতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ পরামর্শ হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন ও অ্যাটর্নির সাথে প্রয়োজনবোধে আলোচনা করা ভালো।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

১৪ দলের বৈঠকে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৪ দলের বৈঠকে নেতৃবৃন্দরা।

(প্রথম পাতার পর) সোমবার (২৯ জুলাই) রাতে ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্যের মাধ্যমে দেশকে অকার্যকর করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। জাতীয় স্বার্থে দেশবিরোধী অপশক্তি নির্মূল করার জন্য ১৪ দলের বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়কে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের। গত ১৯ জুলাই রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১৪ দলের সর্বশেষ বৈঠকে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে দেশে কারফিউ জারি এবং সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ দিনের মাথায় সোমবার আবার জোটের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। সেখানেই জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগেই জামায়াতে ইসলামির নিবন্ধন বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন।

গণভবনে বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের শুরুতে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যে নাশকতা, আগুন দেওয়ার ঘটনা ও পুলিশের ওপর আক্রমণ হয়েছে, এর পেছনে জামায়াত-শিবির রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর কাছে গোয়েন্দা প্রতিবেদন আছে। এক মাস ধরে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জামায়াত-শিবিরের প্রশিক্ষিত লোকজনকে ঢাকায় জড়ো করা হয়। তাঁরাই এসব অপকর্ম করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে হলে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বৈঠকে এরপর শরিক দলের নেতারা একে একে বক্তৃতা দেন। প্রথমেই ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ দরকার আছে। জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধের বিষয়টি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময়ই এসেছিল। তখন করা হয়নি। এখন বিবেচনায় নেওয়া যায়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু সরাসরিই জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার এখনই সময়। তাদের নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি এই বিষয়ে জনমত গঠনে রাজপথে মিছিল-সমাবেশ করাও প্রস্তাব দেন।

সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া বলেন, জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিগুলোকেও এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

জাতীয় পার্টির (জেপি) মহাসচিব শেখ শহিদুল ইসলামও জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করার ওপর জোর দেন। এ জন্য আস্তে আস্তে মাধ্যমিক স্কুলগুলো খুলে দিয়ে পরীক্ষা শুরুর কথা বলেন তিনি।

তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের জন্য মামলা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার জোরালো দাবি জানান।

শেষের দিকে ১৪ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুকে সভার সমাপনী টানার কথা বলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে বৈধ

(শেষ পাতার পর) সংখ্যকই ভারতীয়। গত ২৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস এই আইন প্রণয়নের জন্য রিপাবলিকানদেরই দায়ী করেছে।

এদিন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যাঁ পিয়ের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, আমি সিনেটে দ্বি-দলীয় সমঝোতার কথা বলেছি, যেখানে তথাকথিত 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'দের সহায়তার করার জন্য একটি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। দুঃখের বিষয়, রিপাবলিকানরা পরপর দুইবারই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

গত মাসে অভিবাসন, নাগরিকত্ব এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক সিনেট বিচার বিভাগীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলার নেতৃত্বে এবং রিপ্রেজেনটেটিভ ডেবোরা রসসহ ৪৩ জন আইন প্রণেতার একটি দ্বিদলীয় দল বাইডেন প্রশাসনকে আড়াই লাখের বেশি 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'কে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদি ভিসাধারীদের সন্তান-যারা পরিবারের 'নির্ভরশীল' সদস্য হিসেবে আছেন, তাঁদের বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় স্ব-নির্বাসনে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

গত ১৩ জুন কমিটি এক চিঠিতে বাইডেন প্রশাসনকে বলে, এই তরুণেরা যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে উঠেছেন, আমেরিকান স্কুল সিস্টেমে তাঁদের শিক্ষা শেষ করেছেন এবং আমেরিকান প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হয়েছেন। কিন্তু গ্রিনকার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ জটিলতার কারণে পরিবারগুলোকে প্রায়ই স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার জন্য কয়েক দশক অপেক্ষায় থাকতে হয়।

এই আইনি জটিলতার কারণে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বাধ্য হন রোশান নামে ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনি কাজ করছিলেন একটি আমেরিকান সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিতে। তিনি এইচ ৪ ভিসায় ১০ বছর বয়সে মা এবং ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যান। বোস্টনে বড় হয়েছেন। ২০২১ সালে বোস্টন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক করেন।

রোশান প্রায় ১৬ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু ২০১৯ সালে তাঁর বয়সসীমা পেরিয়ে যায়। গত জুনে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ট্রাম্প-কমলার লড়াই

(প্রথম পাতার পর) সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি না জিতলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ বাধতে পারে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেবে। অন্যদিকে কমলা হারিস নেতানিয়াহুকে গাজা চুক্তিতে সম্মত হতে বলেন এবং গাজা বিষয়ে চুপ না থাকার কথাও বলেন।

বিভিন্ন মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের লড়াই জমে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছুটছে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। লড়াই জমে উঠেছে 'মধ্যপ্রাচ্য' নীতি ঘিরে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতানিয়াহুর পুরোনো ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কমলা হ্যারিসের বদলানো সুর আমেরিকান ভোটারদের কতটা কাছে টানবে, তার ওপর নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভাগ্য। গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। যেকোনো সময় আঞ্চলিক সংঘাত আরও বড় রূপ নিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি না জিতলে এর ফল ভালো হবে না। গত ২৬ জুলাই শুক্রবার তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতে এসব কথা বলেন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হারিস গাজা নিয়ে তাঁর সুর বদলেছেন। গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার তিনি নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, গাজা বিষয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের দেশ চালাচ্ছে অযোগ্য কিছু লোক। আমরা যদি জিতি, এটা হবে খুব সহজ। সবকিছুই খুব দ্রুত কাজ করবে। আমরা যদি না জিতি, তবে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ বাধতে পারে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে।' গত বৃহস্পতিবার কমলা হারিসের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠকের সঙ্গে গত শুক্রবার ট্রাম্পের বৈঠকের সুরে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। কমলা হারিস নেতানিয়াহুকে গাজা চুক্তিতে সম্মত হতে বলেন এবং গাজা বিষয়ে চুপ না থাকার কথাও বলেন। কমলা বলেন, গত ৯ মাস ধরে গাজায় যা হচ্ছে, তা ধ্বংসাত্মক। মৃত শিশুর ছবি এবং মরিয়া ক্ষুধার্ত মানুষ নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবারের জন্য বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। কমলা হ্যারিস নেতানিয়াহুকে গাজা চুক্তিতে সম্মত হতে বলেন এবং গাজা বিষয়ে নিজের চুপ না থাকার কথাও বলেন। বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্ক উষ্ণ বেশি। বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে গাজার হতাহত নিয়ে নেতানিয়াহুর নানা দ্বিমত রয়েছে, তাতে ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু বাইডেন ও ট্রাম্প দুজনের প্রশংসা করলেও তিনি সাবেক প্রেসিডেন্টের নানা উদ্যোগের কথা বেশি তুলে ধরেছেন।পরিষেবাগুলোর অর্থায়ন করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা কনজেশন প্রাইজিং বন্ধ হওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাই সপ্তাহের অতিরিক্ত বাস পরিষেবাগুলো বন্ধ করার সুপারিশ জানিয়েছেন অপারেশন প্ল্যানিং প্রধান ক্রিস্টোফার প্যাঙ্গালিনান। মেমো অনুসারে, এমটিএ-এর পরবর্তী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত সেপ্টেম্বর থেকে রুটগুলোর বাস সার্ভিস আগের নিয়মে চলবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুসারে, কনজেশন প্রাইসিং বন্ধ হওয়াতে ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন এবং ম্যানহাটনের প্রায় ১০০টির বেশি এমটিএ বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ :

(শেষ পাতার পর) অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকার আদায় করতে গিয়ে তারা মারা যাচ্ছে। আজ কেনো আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। এসব সময়ের দাবী। সমাবেশে যোগদানকারী অনেকেই আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং কান্না করেন।

সমাবেশে থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের চলমান সহিংসতা বন্ধ করার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে সকল হত্যাকান্ডের বিচারও দাবি করেন। আহ্বায়ক নওশীন খানের নেতৃত্বে সমাবেশে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে অভিভাবকগণ যোগ দেন। এসময় তারা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে তাদের দাবীর সমর্থনে 'লাগো শহীদের রক্তে কেনা দেশটা কারো বাপের না, সলিডারিটি উইথ বাংলাদেশী স্টুডেন্টস, শেখ হাসিনা কিলার, দেশ বিকানো স্বৈরাচার এই মূহুর্তে বাংলা ছাড়, তুমি কে আমি কে বিকল্প বিকল্প' প্রভৃতি লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে এবং 'ইউ ওয়ান্ট জাস্টিস' গগণ বিদারী শ্লোগানে জ্যাকসন হাইটস এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে।

বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, বিএপিপি, নিউইয়র্ক সিটি ফর স্টুডেন্টস অব বাংলাদেশ, এনওয়াইইউ বিএসএ, বিএসএ সিসিএনওয়াই, আরবিএমসি, চীল্ডরেন অব ১৯৭১ সহ ১৭টি সংগঠনের ব্যানারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের দাবীর সমর্থনে ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক টাইম স্কয়ার ও জাতিসংঘ ভবনের সামনে ছাড়াও নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের সামনে এবং ওয়াশিংটন ডিসি'র ক্যাপিটাল হিল, হোয়াইট হাউজ, ক্যালিফোর্নিয়া, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, বস্টন প্রভৃতি এলাকায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন।

আন্দোলনে গুলি চালিয়ে সরকার ফৌজদারি অপরাধ করেছে

(প্রথম পাতার পর) একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দাবির কারণে এতগুলো ছাত্রকে হত্যা করা হয়। কোন অধিকারে, কোন আইনে বকরেইড দিয়ে তাদের (ছাত্রদের) তুলে নেয়া হচ্ছে? আমরা এর ধিক্কার জানাই। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সংবিধানকে প্রতি পদে পদে বরখেলাপ করছে সরকার।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে হেফাজতে নেয়ার সমালোচনা করে আইনজীবী পান্না বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দিকনির্দেশনা আছে। সেই দিকনির্দেশনা অমান্য করে ৬ জন সমন্বয়কারীকে আটকে রাখা হয়েছে। বিবৃতি দেয়ানো হচ্ছে। এর কৈফিয়ত একদিন দিতে হবে।কোটা আন্দোলনে নিহতদের প্রতি শোক জানিয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, আমরা জানতে চাই, কোথায়, কার হাতে, কতোজন মারা গেছে, আমরা তা জানতে চাই।

এখন হাজারো শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ গণগ্রেপ্তারের মুখে পড়েছেন। শুনেছি, তাদের জামিন দেয়া হচ্ছে না। লিখিত বক্তব্যে আইনজীবী অনীক আর হক বলেন, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের নির্যাতন, গুলি করার পাশাপাশি গণগ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এসব ঘটনার কারণ উদঘাটন, সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের আবশ্যকতা রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দেশের শিক্ষক, আইনজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সাধারণ অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে জাতীয় গণতন্ত্র কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটতে পারে

(প্রথম পাতার পর) এটা হতেও পারে, না-ও হতে পারে। নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টাইম টেলিভিশন-এর প্রতিদিনের জনপ্রিয় টক শো 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মোজেনা এসব কথা বলেন। গত ২৬ জুলাই শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। মেরিল্যান্ডে বসবাসকারী মোজেনা ভার্চুয়ারী অনুষ্ঠানটিতে যোগ দেন। টাইম টেলিভিশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবু তাহেরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে মোজেনা আরো বলেন যে, বাংলাদেশে আমি বহুদলীয় (রাজনৈতিক) প্রক্রিয়া সমর্থন করি। কয়েক দশক ধরে এখানে রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছে। এটা ভাঙা উচিত। এ জন্য প্রয়োজন অর্থপূর্ণ সংস্কার।

অনুষ্ঠানে ড্যান ডব্লিউ মোজেনা আরও বলেন, সীমান্তের কাছেই একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের ভেতরে পুনরেকত্রীকরণে নিজের স্বার্থেই সমর্থন করতে পারে ভারত। এমনও হতে পারে সহায়তা করতে পারে আন্তর্জাতিক বন্ধুরা। নৃশংসতার জন্য দায়ী নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্ভবত নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমর্থন আসতে পারে।

তার কাছে জানতে চাওয়া হয় বর্তমানে তিনি অবসরে কেমন সময় কাটাচ্ছেন। ড্যান মোজেনা হেসে বলেন, আমি টায়ার্ড। সব সময় আমি সফর করি। তিনি বলেন, আমি ঢাকাকে মিস করি। বাংলাদেশকে মিস করি। বাংলাদেশের চমৎকার মানুষদের মিস করি। আমি সহসাই আবার বাংলাদেশে যেতে চাই। এ পর্যায়ে প্রশ্নকর্তা জানতে চান- আমি আপনার বাড়িতে একটি রিকশা দেখেছি। এটা আপনি বাংলাদেশ থেকে এনেছেন। হাসি-খুশি ড্যান মোজেনা তা নিয়ে মজা করেন। তিনি বাংলাদেশকে কতোটা ভালোবাসেন তা ফুটে ওঠে তার কথায়। তিনি বলেন, আমি বাজি ধরতে পারি, এই রিকশা আপনার বাড়িতে নেই। আমি এটা ভালোবাসি। জন্মদিনে একটি রিকশার পেইন্টিং আমার ছেলে ও মেয়ে আমাকে উপহার দিয়েছে। এটা আমাকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়। আমি প্রতিদিনই এটা দেখি।

প্রশ্নকর্তা জানতে চান, আপনি একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশে ছিলেন। এ ছাড়াও আপনি বাংলাদেশ দূতাবাসে ডেপুটি অব দ্য মিশন ছিলেন। কিন্তু তাকে সংশোধন করে দেন হাসি-খুশি মোজেনা। তিনি বলেন, ১৯৯৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পলিটিক্যাল কাউন্সিলার ছিলাম। আমি জন হোলসম্যান ও রাষ্ট্রদূত ম্যারিয়ান পিটার্সের সঙ্গে কাজ করেছি। এরপরই সাক্ষাৎকারে উঠে আসে কোটা সংশোধন আন্দোলনের প্রসঙ্গ। মোজেনার কাছে জানতে চাওয়া হয়- গত সপ্তাহে, এমনকি এখনো আপনি জানেন কয়েক শত কোটা আন্দোলনকারী বা সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যা আমরা জানি না। কারফিউ দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী, বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সব সময়ই আপনি বাংলাদেশকে পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে যখন এমন অবস্থা দেখেন, তখন পুরো ঘটনা নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আপনার বিশ্লেষণ কী বলে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ড্যান মোজেনার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ দেখা যায়। তিনি বলেন- আপনি যেমনটা অনুভব করছেন আমিও তেমনটাই অনুভব করছি। আমি বিধ্বস্ত। যা ঘটেছে এবং যা ঘটছে তাতে আমি বিপর্যস্ত। এটার শুরু জুলাইয়ে, গত সপ্তাহে যা ঘটেছে তাতে আমি ভীতসন্ত্রস্ত। আমি জানি না কতো মানুষ নিহত হয়েছেন। এটা হতে পারে ১৫০, হতে পারে ২০০, হতে পারে ৪০০- আমি জানি না। সংখ্যাটা যা-ই হোক, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তারা বাংলাদেশের ভালো মানুষ। কেন তাদেরকে হত্যা করা হলো? কেন? আমি বিপর্যস্ত। আমি মনে করি প্রতিটি পরিবারকে ভয়ানক এই বেদনা স্পর্শ করেছে। এটাই আমার ইমোশনস।

তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন আপনি। এই উত্তেজনাকর অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হলো এবং এটা প্রশমনের কী পথ থাকতে পারে বলে মনে করেন আপনি? জবাবে ড্যান মোজেনা বলেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না। এটা ইতিহাসবিদদের কাজ। আমি পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকটা দেখছি। আমি যেটা দেখছি, আপনি কি করছেন, যা ঘটে গেছে তা আপনি ফেরত আনতে পারবেন না। আমি পহেলা জুলাই সার্স করে দেখেছি। যা ঘটেছে তা ফেরাতে পারবেন না। আসুন আমরা এখন কোথায় আছি সেটা দেখি। বাংলাদেশ এখন কী করছে? আমার মায়ের কথা বলতে পারি। আপনি তাকে দেখেননি। মা এবং সবাই আমাকে ড্যান নামেই ডাকেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন- ড্যান, তোমার জীবনে অনেক অনেক কালোমেঘ আসবে। কখনো কখনো সেই নিকষ কালোমেঘের মধ্যে তুমি 'সিলভার লাইনিং' দেখতে পাবে।

ড্যান মোজেনা বলেন, পহেলা জুলাই সেই কালোমেঘ দেখতে পেয়েছি আমি। আমার মায়ের কথা মনে হয়েছে। এই ভয়াবহতার মধ্যে কোনো ভালো কিছু থাকতে পারে। যা দেশের জন্য অধিকতর ভালো কিছু হবে। উত্তরটা হ্যাঁ হবে, নাকি না হবে তাও জানি না। গত সপ্তাহে যে ভয়াবহতা দেখেছি, তা হয়তো হতে পারে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে অচল রাজনৈতিক জ্যামকে ভাঙতে সহায়ক। আপনি জানেন আমি কি নিয়ে কথা বলছি। এর প্রেক্ষিতে আমার কি ধারণা সেটা শেয়ার করতে পারি। আমি নিশ্চিত এই ভয়াবহতা বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসবে। হতে পারে এটা একটি ব্যর্থ চর্চা। আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারি না। প্রথমত, সর্বোপরি আজই এসব বন্ধ করুন। জাস্ট বন্ধ করুন।

এসব কথা বলতে বলতে কঠিন এক হতাশা তার মুখে ফুটে ওঠে। তিনি ইংরেজিতে বলেন- টুডে ইট মাস্ট বি স্টপ। জাস্ট স্টপ। সেনাবাহিনীকে তার ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেককে তাদের জায়গায় (কাজে) ফিরতে হবে। ইন্টারনেট মুক্ত করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দিতে হবে। আটক রাখা ছাত্রদের ছেড়ে দিতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ/ক্রেডিবল/ইন্ডিপেন্ডেন্ট তদন্ত শুরু করতে হবে। তাতে পরিষ্কার করতে হবে কী ঘটেছিল এবং পরিষ্কার করতে হবে যে, কোন অপরাধের জন্য কে দায়ী। কেউ তো ওইসব মানুষকে হত্যা করেছে। আমি জানি না। আপনি রংপুরের আবু সাঈদের ঘটনা ভিডিওতে দেখেছেন। কেউ তো তাকে হত্যা করেছে। আমি মনে করি তাদেরকে জবাবদিহিতায় আনা উচিত। কংক্রিট স্টেপ আছে, যা শুধু সরকারকে নয়, সবাইকে অল্প সময়ের মধ্যে নিতে হবে। এরপর আসুন বৃহত্তর পরিসরে। আমি একজন আশাবাদী মানুষ। বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক অচলাবস্থা আছে। এটাকে ভাঙতে হবে। অর্থপূর্ণ সংস্কার করতে হবে। সেটা হতে পারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়।

গণতন্ত্রের এই ধারায় নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। না-ও হতে পারে। আমি সেখানে একটি বহুদলীয় প্রক্রিয়াকে সমর্থন করবো। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ধারায় ভারত সহায়তা করতে পারে। ভারত সীমান্তের কাছে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে না। ফলে ভারত সহায়তা করতে পারে। হতে পারে আন্তর্জাতিক বন্ধুরা র‍্যাবের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সহায়তা করতে পারে পুনরেকত্রীকরণের ক্ষেত্রে। নৃশংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া যেতে পারে। এর আগে ২০২১ সালে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

ড্যান মোজেনার কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়, আপনি যখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আপনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ উভয় দলকে আলোচনায় ডেকেছিলেন। কিন্তু আপনি জানেন বাংলাদেশে কোনো পার্টিই সংলাপে যায় না। কিন্তু একজন বন্ধু হিসেবে, একজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আপনি কি বলবেন- কীভাবে তারা একটি সংলাপ শুরু করতে পারে? এক্ষেত্রে বিরাট গ্যাপ আছে। এই গ্যাপ কমানোর উদ্যোগের মাধ্যমে কীভাবে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে?

উত্তরে ড্যান মোজেনা বলেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পাল্টা প্রশ্ন ছিলো- এক্ষেত্রে অপশন কী হতে পারে? কীভাবে বলবেন এর অবসান হবে?

তিনি বলেন- আমি মনে করি মানুষ হত্যা কারও জন্য মঙ্গল নয়। ধ্বংস নয়, আপনাদেরকে দেশটা গড়তে হবে।

এ পর্যায়ে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্যানেলিষ্ট লেখক-কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস জানতে চান- রাষ্ট্রদূত মোজেনা আপনাকে টিভি শোতে স্বাগতম। বাংলাদেশে যে সার্ভিস দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভারতের সঙ্গে সমঝোতার (নিগোশিয়েট) চেষ্টা করছেন। তাই কি? আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত ভূমিকা রাখতে পারে? কি সেই ভূমিকা?

জবাবে মোজেনা বলেন, এটা কোনো গোপন কথা নয়। সবাই জানেন ২০১৪ সালের নির্বাচনকে সামনে নিয়ে নয়াদিল্লি কি চায়। আমি সবাইকে বলেছি, ভারতও সবাইকে বলেছে- একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চায় ভারত। আমিও এটা বিশ্বাস করি।

এ পর্যায়ে ওই প্রশ্নকর্তা আবার জানতে চান- ভারত একটি বিদেশী রাষ্ট্র। একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কীভাবে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশে ভূমিকা রাখতে পারে তারা? ২০১৪ সালে ভারত কী ভূমিকা রাখতে পারতো বলে মনে করেন?

ড্যান মোজেনা বলেন, আমি ইতিহাসের পেছনে যেতে চাই না। আপনি যেটা বলছেন আমার ধারণা তার থেকে ভিন্ন ছিল। ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে নাকি করবে না- সেটা নিয়ে নয়। তারা একটি দলকে সমর্থন করবে কিনা বিষয়টি তা নয়। আমার মতে, বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিকভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। তারা তাদের নেতা নির্বাচনের জন্য বদ্ধপরিকর।

হাসান ফেরদৌস আরো জানতে চান, তার মানে আপনি মনে করেন ২০১৪ সালে এমনকি সর্বশেষ নির্বাচনে বাংলাদেশে ভূমিকা পালন করেছে ভারত? আপনার দৃষ্টিতে ভারত এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

ড্যান মোজেনা বলেন, এক্ষেত্রে তাদের 'ফেভারিট হর্স' আছে।

এই পর্যায়ে সঞ্চালক আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী? আমরা দেখেছি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হারে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত হয়েছে। সিরিয়াস অবস্থার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বিদায় নিয়েছেন। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলেছেন- এভাবে ঢাকা থেকে বিদায় নিতে হবে এটা আমি আশা করিনি। তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন আমি জানি না। তাকে কি চলে যেতে বলা হয়েছে? তিনি কি লিগ্যাসি রেখে গেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে?

জবাবে ড্যান মোজেনা বলেন, আমি তো বাইরে থেকে কথা বলছি। আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি, আমি একজন প্রাইভেট সিটিজেন। আমার বিষয় ছাড়া অন্য কারও বিষয়ে আমি কথা বলতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কী করছে, কী ভাবছে ভেতরে ভেতরে সেটা আমি জানি না। পিটার হাসকে নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। এটা তার নিজের ব্যাপার। এ বিষয়ে আপনি সরকারের কাছে জানতে চাইতে পারেন।

এরপর সঞ্চালক আবু তাহের আবার জানতে চান- চলমান সংকটে কী পদক্ষেপ নিয়ে সহায়তা করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র?

উত্তরে মোজেনা বলেন, আমি এই প্রশ্নটা পছন্দ করি ভীষণভাবে। আমি যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম, তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশির ভাগ মানুষ এভাবে প্রশ্নটা করেননি। এক্ষেত্রে কোনো জাদু নেই। বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর সমাধান তাদেরকেই করতে হবে। তাদের তো এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। ভারতের প্রয়োজন নেই। রাশিয়া বা চীন বা অন্য কারও সহায়তা প্রয়োজন নেই। আমি এটাকে সফিসটিকেটেড দেশ মনে করি। আপনার প্রশ্নের জবাবে বলি- যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে এই প্রক্রিয়ায়। বাংলাদেশে অনেক 'এলিমেন্ট' আছে। আপনি জানেন, আমি জানি সেখানে পুনরেকত্রীকরণে আমরা সহায়তা করতে পারি। আমরা সেখানে গঠনমূলক সহায়তা করতে পারি। তা হতে পারে প্রশিক্ষণ, সমর্থন। সম্ভবত নিষেধাজ্ঞাও সহায়ক হতে পারে। ২০২১ সালে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আমি তো মনে করি তাতে কতোগুলো জীবন রক্ষা করা গেছে। আমার দৃষ্টিতে এতে কিছু নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা হয়েছে। আমার শেষ কথা হলো যুক্তরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক কোনো দেশ এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বাংলাদেশের কাছেই আছে এর উত্তর। আমি আশা করি- বাংলাদেশী জনগণ যেভাবে সমস্যার সমাধান চায় তাতে সহায়তা করার চেষ্টা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

অনুষ্ঠানের আরেক প্যানেলিষ্ট সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের আমেরিকা দ্বিমুখী নীতি নিয়েছে এমন এক প্রশ্নের জবাবে ড্যান মোজেনা বলেন, প্রতিটি দেশেরই কূটনৈতিক মিশন আছে, দূতাবাস আছে। এখন যেখান থেকে এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছি এখান থেকে বাংলাদেশ দূতাবাস দূরে নয়। তারা একই কাজ করে। দুটি নয়, তিনটি নয়। তারা একটি কাজ করে। বাংলাদেশের স্বার্থ দেখে। যুক্তরাষ্ট্রও তাই করে। প্রতিটি দেশের সম্পর্ক আছে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত কাজ করেন। সব দেশই এটা করে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক বিষয়টিও দেখা হয়। গণতন্ত্র দেখা হয়। *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা কত?

(প্রথম পাতার পর) ব্যক্তিদের ৭৫ শতাংশ শিশু, কিশোর ও তরুণ। হাসপাতাল, স্বজন ও মরদেহ নিয়ে আসা ব্যক্তিদের সূত্রে সংঘর্ষ-সংঘাতে এখন পর্যন্ত ২১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বয়স, পেশা ও আঘাতের ধরন এবং কোন এলাকায় আহত অথবা নিহত হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে ১৫০ জনের। এর মধ্যে ১১৩ জন শিশু, কিশোর ও তরুণ।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নিহতদের বেশির ভাগের শরীরে প্রাণঘাতী গুলির ক্ষতচিহ্ন ছিল। ছররা গুলি বা প্যালেট, রাবার বুলেটের ক্ষতচিহ্ন এবং অন্যান্য আঘাত কম। মৃত্যুর কারণ ও গুলির ধরন নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্ত দরকার। অনেক ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত হয়েছে, তবে প্রতিবেদন তৈরি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ স্বজনেরা নিয়ে গেছেন।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষ শুরু হয় ১৫ জুলাই। ওই দিন কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুলাই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে (১৭ জুলাই কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি)। এরপর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনেকের মৃত্যু হয়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নিহতদের মধ্যে ১৯ জন শিশু ও কিশোর। এর মধ্যে চার বছর বয়সী শিশুও রয়েছে। ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে ৯৪ জন। ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়সী ২১ জন। ৪০ বা এর বেশি বয়স ১৬ জনের। মৃত্যু বেশি হয়েছে ঢাকায়। ১৫০ জনের মধ্যে ৮৮ জনই ঢাকায় নিহত হয়েছেন। এরপর রয়েছে নরসিংদী (১৫), নারায়ণগঞ্জ (১৪), সাভার (৮), গাজীপুরসহ (৫) অন্যান্য জেলা।

আরেকটি প্রতিবেদনে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে রাজধানীতে সংঘর্ষ ও সংঘাতে আহত ৬ হাজার ৭০৩ জনের কথা জানা গেছে। তাঁরা ৩১টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এসব রোগী ১৬ থেকে ২২ জুলাইয়ের মধ্যে হাসপাতালে এসেছেন। ইটপাটকেল ও লাঠি বা রডের আঘাতে আহত হয়ে কিছু মানুষ হাসপাতালে এসেছিলেন। তবে বেশি মানুষ হাসপাতালে এসেছেন ছররা গুলি, রাবার বুলেট বা বুলেটবিদ্ধ হয়ে। আবার কেউ কেউ এসেছেন কাঁদানে গ্যাসের কারণে অসুস্থ হয়ে। সাউন্ড গ্রেনেডেও মানুষ আহত হয়েছেন।

এদিকে সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত এক শিশুসহ ২১ জনের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে। রাজধানীর তিনটি সরকারি হাসপাতালের মর্গ থেকে গত তিন দিনে এই ২১ জনের লাশ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে দিয়েছে পুলিশ।

প্রথম আলো তাদের একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এসব হাসপাতালের অনেকটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে রাজি হয়নি। আবার কয়েকটি হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ পরিসংখ্যান দিলেও হতাহতদের নাম ঠিকানা দিতে পারেনি।

শুধু সরকারি হাসপাতালে নয়, অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে রাজি হচ্ছে না। কোনো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের তথ্য তাঁরা সংগ্রহে রাখেননি। কেউ বলেছেন, ঘটনার দিনগুলোতে তাঁরা হাসপাতালে ছিলেন না।

গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার হাসপাতালটির যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক বদরুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, বিক্ষোভ-সংঘাতের ঘটনায় নিউরোসায়েন্সেসে মোট ১৩২ জন চিকিৎসা নিতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ১০০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ছয়জন মারা গেছেন। এর আগে এই হাসপাতাল থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দায়িত্বরত ব্যক্তিরা সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি। তবে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় যুক্ত নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক প্রথম আলোকে বলেন, আহত ৩০০ জন এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। এর মধ্যে ১০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। চারজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর তথ্য আগে পাওয়া যায়নি।

রামপুরা এলাকার ডিআইটি রোডের দুই পাশে বেশ কিছু হাসপাতাল আছে। এই এলাকায় ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই বিক্ষোভ-সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ হয়েছে এসব হাসপাতালের সামনের রাস্তায়। বেটার লাইফ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য দিতে রাজি হয়নি। তবে গত বৃহস্পতিবার (২৫ জুলাই) সন্ধ্যায় একজন কর্মকর্তা বলেন, অন্তত ৩০০ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসেন। একাধিক মৃতদেহও আনা হয়। তবে তিনি নির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যার উল্লেখ করেননি।

ঢাকা শহরের বেশি বিক্ষোভ-সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর-বসিলা, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া এলাকায়। এসব এলাকায় কয়েক শ বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক আছে। এসব হাসপাতালে আহত অনেকেই চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁদের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, সাম্প্রতিক সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১৪৭ জনের মৃত্যুর সংবাদ তাঁদের হিসাবে রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র যারা নিহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছাত্রলীগের ছেলেও রয়েছেন। এখানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার, বিভিন্ন বয়সের মানুষ রয়েছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের মানুষ রয়েছেন। এগুলো পরে বিস্তারিতভাবে দেওয়া যাবে। বিভিন্ন হাসপাতাল, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁরা যে তথ্য পেয়েছেন, তার সংখ্যা এটি (১৪৭ জন)। এই তথ্যটি রোববার (২৮ জুলাই) পর্যন্ত পাওয়া হিসাব।

আসাদুজ্জামান খান বলেন, আরও যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। আরও খবর পাওয়া গেলে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এখনো তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এরপর যদি মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে সংখ্যাটি বাড়তে পারে।

ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিক্ষোভ

(শেষ পাতার পর) সূত্রে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসানের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, কার্যকরী সদস্য হিন্দাল কাদির বাপ্পা, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহামুদুন্নবী বাকি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

সমাবেশে উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সোলেমান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রলেন, শ্রম সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা এএসইএম আলী খবির চাঁন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিবলী সাদেক শিবলু, ব্রুকলীন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, জ্যাকসন হাইটস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর কায়সার, ছাত্রলীগ নেতা রায়হান মাহমুদ, হৃদয় মাহমুদ, সঞ্জিত হোসেন, মেসবাহ জাভেদ পরশ প্রমুখ।

এর আগে নিউইয়র্ক সিটির ডাইভার্সিটি প্লাজায় এবং ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ আয়োজিত পৃথক সমাবেশ ও মানববন্ধন থেকেও বাংলাদেশে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি বন্ধের দাবি জানানো হয়। ফ্লোরিডার মানববন্ধন থেকে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, কোমলমতি ছাত্রদের কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে '৭১ এর পরাজিত শক্তি জামায়াত এবং তাদের দোসর বিএনপি বাংলাদেশে অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দেশব্যাপী নাশকতার প্রতিবাদে ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত ২১ জুলাই রোববার সন্ধ্যায় ফ্লোরিডাস্থ লেকওয়ার্থ সিটিতে ক্র্যাজি মারিয়ো রেস্টুরেন্টের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নান্নু আহমদের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার খান দিপু ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম খানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবারের সকল শ্রেনী-পেশার মানুষ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এসময় তারা 'মুজিবের বাংলায় সন্ত্রাসীদের ঠাঁই নাই, মুক্তিযুদ্ধের বাংলায় রাজাকারের ঠাঁই নাই, তুমি কে? আমি কে? বাঙ্গালী! বাঙ্গালী! জামাত শিবির রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়, শেখ হাসিনা ভয় নাই আমরা আছি লক্ষ ভাই' প্রভৃতি গগনবিদারি স্লোগানে সমাবেশ স্থল মুখরিত করে তোলে।

বিক্ষোভ-সমাবেশের পর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, ছাত্রদের কোটা আন্দোলন আমরাও সমর্থন করি কিন্তু কোটা আন্দোলন আর ছাত্রদের আন্দোলনে নেই। '৭১ এর পরাজিত শক্তি জামায়াত-বিএনপি এ আন্দোলনকে ক্ষমতা দখলের সিড়ি হিসেবে হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা বাংলাদেশ টেলিভিশন, মেট্রোরেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অনেক সরকারী স্থাপনায় ধ্বংসলীলা চালায়- যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে দেশ-বিদেশে প্রবাসী বাঙালীদের জনমত গড়ে তোলার আহবান জানান এবং জামায়াত-শিবিরকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করার দাবী করেন।

সমাবেশে আরো বক্তব্য করেন ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সালমা রহমান মিনু, ইমতিয়াজ আহমেদ, নাফিজ আহমেদ জুয়েল, লিটন খান, এম রহমান জহির, রানা খান, শেখ বাবুল, ওসমান চৌধুরী অপু, বিন্দু খান, কামাল ভুইয়া এবং ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য সাজ্জাদুর রহমান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার একরামুল ভুইয়া, সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল চৌধুরী, দিদারুল আলম, সৈয়দ মাহবুব, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান, ইফতেখার চৌধুরী রিংকু, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবু, শিক্ষা ও মানব বিষয়ক সম্পাদক মুজাম্মেল হক, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি আশরাফ কামাল, যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ হারুন, সহ-সভাপতি মো শাহীন, আলী আক্কাস, সাজ্জাদ বাপ্পী, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেমী খান, সহ-সভাপতি ডলি আহমেদ, মিম খান, মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এরিনা খান, লিনা হক, নাজমুন নাহার ইওনা প্রমুখ।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সি এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক'র (আটাব) সদস্যরা পরিবার পরিজন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দদের নিয়ে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে বনভোজনে খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, আনন্দ আড্ডা, আপ্যায়নসহ আনন্দ আড্ডায় উৎসবমুখর দিন অতিবাহিত করেন।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক'র (আটাব) বার্ষিক বনভোজনে আনন্দ আড্ডায় কাটিয়েছেন ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায়ীরা। রোববার (২৮ জুলাই) নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে আয়োজিত এই বনভোজনে আটাব নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে অংশ নেন।

দিনব্যাপী এ বনভোজনে খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, আনন্দ আড্ডা, আপ্যায়নসহ বিভিন্ন ইভেন্টে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে প্রবাসী কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়। আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনকে'র সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম হারুন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ মোরশেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক এএসএম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলা ট্রাভেলস'র কর্ণধার বেলায়েত হোসেন বেলাল, সংগঠনের সহ সভাপতি রহমানিয়া ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ), কোষাধ্যক্ষ ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী সামসুদ্দিন বশির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাবিলা এয়ার ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী মো: এ কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাংকর ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী এএসএম উদ্দিন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক এসএস ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী শ্যামল তালুকদার এবং কার্যকরী সদস্য ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া'র সত্ত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম, জান্নাত ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন, এক্সপ্রেস এয়ার ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মো: কে জামান (রঞ্জু) এবং বেলাল ট্রাভেল্ স্কাই ইন্ক'র সত্ত্বাধিকারী রূপক বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আটাব-এর বনভোজনে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন।

বনভোজন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষন র‍্যাফেল ড্র'র প্রথম পুরস্কার এয়ার ইন্ডিয়া'র সৌজন্যে ছিলো 'নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক' রিটার্ন টিকেট। দ্বিতীয় পুরস্কার স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলসের সৌজন্যে ছিলো ল্যাপটপ, তৃতীয় পুরস্কার জম জম ট্রাভেলসের সৌজন্যে ছিলো মোবাইল এবং চতুর্থ পুরস্কার সামিয়া ট্রাভেলস এর সৌজন্যে ছিলো টিভি।

আটাব-এর বনভোজনের স্পন্সর ছিলো নিউইয়র্কস্থ কর্ণফুলী ট্রাভেল, রহমানীয়া ট্রাভেল সার্ভিস, বাংলা ট্রাভেল, কাবা ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস, ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, এস এস ট্রাভেল, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস, নাবিলা ট্রাভেল।

চিরবিদায় নিলেন শাফিন আহমেদ

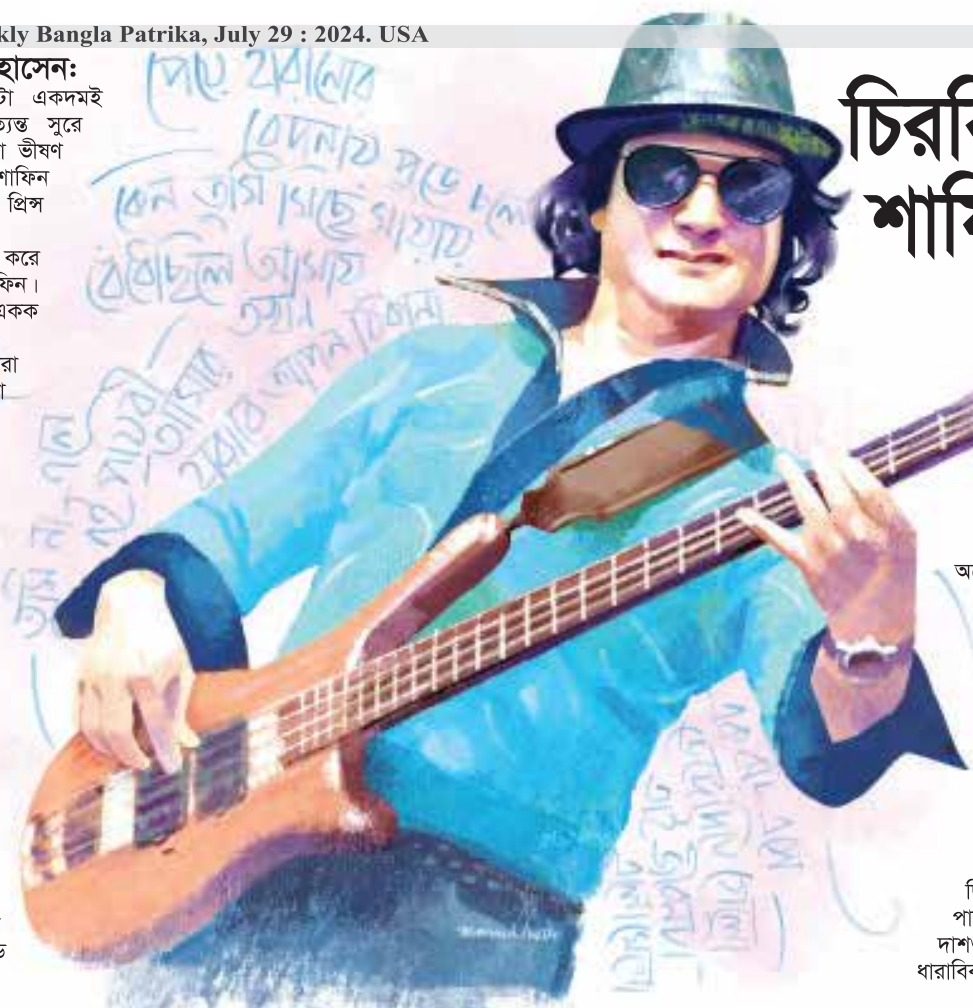

হাতে বেজ গিটার, কণ্ঠে তুলেছেন 'ফিরিয়ে দাও', 'আজ জন্মদিন তোমার'।
গান-গিটারে বাংলাদেশের রক সংগীত ইতিহাসে আলাদা অধ্যায় রচনা করেন শাফিন আহমেদ

মকফুল হোসেন:

'ওনার কণ্ঠটা একদমই আলাদা। অত্যন্ত সুরে গান করেন। একই সঙ্গে বেজ বাজিয়ে গান করা ভীষণ কঠিন কাজ। এটিই তাঁকে আলাদা করেছে,' শাফিন আহমদকে নিয়ে বললেন গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ।

প্রিন্স মাহমুদের লেখা 'আজ জন্মদিন তোমার', 'কী করে সব ভুলে যাই'সহ ১০ টির মতো গান গেয়েছেন শাফিন। মাইলসের বাইরে শাফিনের বেশির ভাগ জনপ্রিয় একক গানের কথা ও সুর করেছেন তিনি।

চার দশকের ক্যারিয়ারে 'ফিরিয়ে দাও', 'চাঁদ তারা সূর্য', 'জ্বালা জ্বালা অন্তরে', 'ফিরে এলে না', 'হ্যালো ঢাকা'সহ বহু হিট গান উপহার দিয়েছেন শাফিন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জেনিয়া ষ্টেটে কনসার্ট করতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) সকালে মারা গেছেন ৬৩ বছর বয়সী এই তারকা। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীতাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলসের প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন শাফিন। ব্যান্ডটির বেশির ভাগ গানই কণ্ঠে তুলেছেন। মাইলসের বাইরে একক গানেও সাফল্য পেয়েছেন।

রক সংগীতের গবেষক মিলু আমান বলছিলেন, বাংলাদেশে তো বটেই, দুনিয়াজুড়েই একই সঙ্গে বেজিস্ট ও ভোকালিস্টের সংখ্যা হাতে গোনা। মিলুর ভাষ্যে, 'একই সঙ্গে বেজ বাজানো ও গান গাওয়া কঠিন বিষয়। সেটা উনি (শাফিন) স্বচ্ছন্দে করে গেছেন। গান যেমন তাল ধরে চলে, বেজ গিটারও তাই।'

বাইরে পিঙ্ক ফ্লয়েডের রজার ওয়াটার্স, ইংরেজ ব্যান্ড দ্য পুলিশের স্টিং, কানাডিয়ান রক ব্যান্ড রাশের গেডি লিকে বেজ গিটার হাতে গাইতে দেখা গেছে। দেশে বেজিস্ট ও ভোকালিস্ট হিসেবে ওড ব্যান্ডের রাতুলের নাম আসে।

কনসার্টে রীতিমতো ঝড় তুলতেন রক তারকা শাফিন। গান আর গিটারের তালে শ্রোতাদের হৃদয়ে উন্মাদনা ছড়িয়েছেন। প্রাণশক্তিই তাঁকে সমসাময়িকদের চেয়ে আলাদা করেছে বলে মনে করেন আরেক ব্যান্ড তারকা মাকসুদ হক। প্রায় কাছাকাছি সময়ে বেড়ে উঠেছে মাইলস ও ফিডব্যাক।

ফিডব্যাকের সাবেক সদস্য মাকসুদুল হক বৃহস্পতিবার বলেন, 'ওর প্রাণশক্তি সাংঘাতিক; অবাক করার মতো। মঞ্চে পরিবেশনায় সেটার ছাপ দেখা যায়। ব্যান্ড সংগীতে ওকে কিংবদন্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়।' মাকসুদুল হকের ভাষ্যে, 'শাফিন আহমেদ ভীষণ আত্মবিশ্বাসী একজন শিল্পী। অনেকের দুএকটা গান হিট হওয়ার পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ও নিয়মিত হিট গান উপহার দিয়েছে।'

নব্বইয়ের দশকে কলকাতায় মাইলসের কনসার্টে শ্রোতাদের ঢল নামত। কলকাতার শিল্পীরাও শাফিন আহমেদকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কলকাতায় গায়ক অনুপম রায় বলেছেন, মাইলসে শাফিনের গান শুনেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। ব্যান্ডটির ভক্ত তিনি। কলকাতার ক্যাকটাস ব্যান্ডের সিধুসহ আরও অনেকেই শাফিনের গানের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন।

যেন সুরের চামচ মুখে জন্মেছিলেন

কিংবদন্তি সুরকার কমল দাশগুপ্ত ও সঙ্গীতশিল্পী ফিরোজা বেগমের সন্তান শাফিন। যেন সুরের চামচ মুখে জন্মেছিলেন তিনি। জন্ম কলকাতায়; শৈশব কেটেছে অ্যান্থনিবাগান লেনে। বাবার কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত আর তবলা, মায়ের কাছে নজরুলসঙ্গীত শিখেছেন। ৯ বছর বয়সে নজরুলের শিশুতোষ গান 'প্রজাপতি প্রজাপতি' রেকর্ড করেছেন শাফিন। স্বাধীনতার আগে পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থিতু হয়েছেন। কৈশোরে বিটলসসহ পশ্চিমের বহু অ্যালবাম হাতের নাগালে পেয়েছেন। ইংরেজি গানে মুগ্ধতা জমে; বাড়িতে ড্রামস ও গিটার বাজাতেন। মাবাবা নাখোশ হননি; বরং আশকারাই দিয়েছেন।

সত্তরের দশকের শেষভাগে ধানমন্ডি-২৭-এর একটি রেস্তোরাঁয় বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত ইংরেজি গান চর্চা করতেন শাফিন। ১৯৭৭ সালে একটি ব্যান্ডও করেছিলেন, তবে সেটা খুব একটা এগোয়নি। এর মধ্যে ফরিদ রশিদ লন্ডন থেকে ফিরে 'মাইলস' করার পরিকল্পনা করেন। ১৯৭৯ সালে মাইলস গঠনের পর ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইংরেজি গান কাভার করত ব্যান্ডটি। সপ্তাহে ছয় দিনই শো করতেন শাফিনরা। ১৯৮২ সালে ইংরেজি ভাষায় বের হয়েছিল ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবাম 'মাইলস'। দ্বিতীয় অ্যালবাম 'আ স্টেপ ফাদার'ও ছিল ইংরেজি।

তখন আরও কয়েকটি ব্যান্ড ইংরেজি গান কাভার করত। ধীরে ধীরে তারা বাংলা গান করতে শুরু করে। অনেকটা প্রত্যাশার চাপের মুখে মাইলসও বাংলা গান শুরু করে। ১৯৯১ সালে ব্যান্ডের প্রথম বাংলা অ্যালবাম প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হয়। অ্যালবামের 'চাঁদ তারা সূর্য'সহ কয়েকটি গান শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন তোলে। এরপর 'প্রত্যয়', 'প্রয়াস', 'প্রতিচ্ছবি'র পথ পেরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে গেছে মাইলস। বেশ কয়েকবার মাইলস ছাড়েন শাফিন। সর্বশেষ ভয়েস অব মাইলস নামে ব্যান্ড গড়েন। তবে মাইলসের সমার্থক হিসেবে শ্রোতাদের হৃদয়ে শাফিনের নামটা গেঁথে থাকবে।

পশ্চিমা সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। অনুসরণ করেছেন পশ্চিমের রক তারকাদের স্টাইল। ঢাকায় স্টাইলিশ রক তারকাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় শাফিনকে। হ্যাট আর রোদচশমা ছিল শাফিনের প্রিয় অনুষঙ্গ। তাঁর সংগ্রহে বহু হ্যাট ছিল।

পারিবারিকভাবেই ক্রিকেটের পোকা ছিলেন তিনি। বাবা কমল দাশগুপ্তর সঙ্গে পরিবারের সবাই মিলে রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শুনতেন। ২০১৬ সালে প্রথম আলোয় তিনি লিখেছিলেন, 'কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে খেলা চলছে, আমরা তিন ভাই (মোহাম্মদ তাহসীন, হামিন আহমেদ, আমি) ও বাবা একসঙ্গে ধারাবিবরণী শুনতাম। তখন তো টেলিভিশন ছিল না। রেডিওর সিগন্যাল পাওয়ার জন্য শীতের সকালে ছাদে গিয়ে রেডিওর অ্যানটেনা বড় করে সেটাতে তার দিয়ে বেঁধে ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলার ধারাবিবরণী শুনতাম। ওই সময়টা বাবার সঙ্গে খুব দারুণ কাটত।'

কী হয়েছিল শাফিন আহমেদের

বড় ভাই হামিন আহমেদ একসময় পেশাদার ক্রিকেট খেলেছেন। ক্রিকেটের সঙ্গে শাফিনেরও যোগ ছিল। তিনিও ক্লাব পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেছেন। মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করতেন, অফ স্পিনার ছিলেন শাফিন। তাঁর প্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন সুনীল গাভাস্কার, শচীন টেন্ডুলকার, ওয়াসিম আকরাম। শাফিন আহমেদ নাম লিখিয়েছিলেন রাজনীতিতেও। তবে সংগীতের মতো রাজনীতির ক্যারিয়ারে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

নিজেদের ব্যান্ড দল 'মাইলসে'র সকল সহকর্মীর সাথে প্রয়াত শাফিন আহমেদ। ছবি সংগৃহীত

প্রয়াত শাফিন আহমেদ

২০১২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফিরোজা বেগমের সাথে শাফিন আহমেদ

ছবিটি ২০১২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফিরোজা বেগমের স্বামী ও শাফিনের বাবা কমল দাশগুপ্ত'র ১০০ তম জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে তোলা। ফ্রেমবন্দী হয়েছিলেন দেশের চার প্রখ্যাত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, সুবীর নন্দী, ফিরোজা বেগম ও শাফিন আহমেদ। একে একে সবাই চলে গেছেন, রয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন (তিনিও বেশ অসুস্থ)।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহতের ঘটনায় অভিনেতা আবুল হায়াতের প্রতিক্রিয়া

আমি এমন মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারিনি

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু দিন ধরে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এ আন্দোলন ঘিরে শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণিপেশার লোকজনের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে কথা বলেছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণী অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্মাতা আবুল হায়াত।

তিনি বলেন, আমাদের ভবনের একটা ফ্ল্যাটের ছেলে মারা গেছে। তার নাম ফারহান ফাইয়াজ। ওর মা-বাবা এবং আমরা একই ভবনে থাকি। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। সরকার অনেক দেরি করে ফেলেছে। যেটা একদিনে সমাধান করা সম্ভব ছিল, সেটি তারা অনেক সময় নিয়ে করল- কষ্টটা এখানেই লাগে।

আবুল হায়াত বলেন, সেই একই সমাধানে তো এলো তারা, যেটি বলেছিল সম্ভব না, সেটিই তো তারা একদিনের ব্যবধানে করে ফেলল। সুতরাং এটা সেদিনই সম্ভব ছিল, প্রথম দিন না হলে দ্বিতীয় দিনে সম্ভব হতো। এ জন্যই বলি- সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমি আসলে এই কষ্ট প্রকাশ করতে পারব না। আমার চোখ এখনো ছলছল করছে। আমি এমন মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারিনি।

তিনি বলেন, আমি খুব মর্মাহত। আমি কেঁদেছি।

মৃত্যুর খবরে আমার কান্না থামাতে পারছিলাম না।

বাচ্চাগুলোর একটার পর একটা মৃত্যুর খবর আসছিল। আমার কান্না কিছুতেই আটকে রাখতে পারিনি। আবুল হায়াত বলেন, আমি অসুস্থ। এখন বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকি, কোথাও বের হই না। আমি তো ভাবতেই পারি না, ছোট ছোট বাচ্চার সঙ্গে এমনটা হতে পারে! আমাদের পুলিশ বাহিনী তাদের সামনে দাঁড়ানো কাউকে এভাবে মারবে, এটা কল্পনারও অতীত। অনেক কিছু মনে আসে, লিখিও না, বলিও না- চুপচাপ থাকি। কিন্তু আমাদের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। মনেরও তো কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকে। বৃহস্পতিবার (২৫ জুলাই) কি যে কান্না কেঁদেছি, আমার মেয়েরা আমাকে ফোন করে কত সান্তনা দিয়েছে। বলেছে- কেঁদে কী লাভ, কেঁদে কিইবা করবে; কিন্তু তার পরও আমি কেঁদেছি। না কেঁদে থাকতে পারিনি।

বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'র প্রতিবাদ সভা মানববন্ধন

নিউইয়র্ক:
কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংস ঘটনা এবং হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০ জুলাই নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় সেফ দ্যা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট শীর্ষক প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন করে নিউইয়র্কের সংগঠন 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ।' এই সভা ও মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মো. শামীম হাসান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম), সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন সরকার, মহিলা সম্পাদক জাকিয়া সোলাইমান, দপ্তর সম্পাদক আতিকুল ইসলাম রফিক, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ (জুয়েল), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। এছাড়া আরও ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ইমদাদুল হক, জাহিদুর রহমান, বেলায়েত হোসেন, শফিকুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, মামুন সরকার , আল আমিন, জিসান,নুরুল ইসলাম, গোলাম দস্তগীর, ফকরুল ইসলাম মনজুসহ অনেকে। র‍্যালির শুরুতে সভাপতিত্ব ও উপস্থাপনা করেন সাজেদুল ইসলাম (সজল)। সংঘঠনের সভাপতি মো. শামীম হাসান সকলের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মানুষের তরে আত্ম নিবেদনের ইচ্ছা থেকেই আমাদের এই সংগঠন গড়ার উদ্যোগ। এই যাত্রার শুরুতেই আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি। তিনি আরও বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনে নির্বিচারে নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর অত্যাচার করা হয়। এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা। সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম) বলেন, যে দেশে মানুষের কিছু বলার বা করার স্বাধীনতা নেই, সে সরকারের পতন নিশ্চিত। আমরা প্রবাসীরা নিজের রক্ত পানি করা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখি। শুধু প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটাতে। সেই প্রিয়জনের জীবন অনিরাপদ থাকলে আমরাও অস্থির ও চিন্তিত থাকি।

জাহাঙ্গীরনগর অ্যালাইমনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র আয়োজনে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষকে হত্যার প্রতিবাদে এবং এমন ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করা হয়।

সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির বনভোজন

নিউইয়র্ক: সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সংগঠনের বনভোজন উদ্যোগে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে অনুষ্ঠিত হয় ২১ জুলাই রোববার।

সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাজী রবি-উজ-জামান ও সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী'র সঞ্চালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাজী আব্দুল ছালাম, গীতা পাঠ করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকনিক কমিটির আহ্বায়ক কামাল উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং পিকনিক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী হাসান আলী ও সমন্বয়কারী খলিলুর রহমান (রহমান)।

উপস্থিত সবাইকে সংগঠনের লোগো সম্বদ্ধ সৌজন্য উপহার টি-শার্ট, কফি মগ ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। খেলোয়াড়দের মাঝে প্রথম পুরস্কার আইপ্যাড, দ্বিতীয় পুরস্কার মিক্সার মেশিন, তৃতীয় পুরস্কার সিরামিকের সমগ্রী বিতরন করা হয়। খেলা পরিচালনা করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল, আনোয়ার হোসেন।

সঙ্গীত পরিবেশনা করেন শিল্পী ফিরোজ, সুবেদার (অবঃ) এমডি ইব্রাহীম, হাজী আব্দুল ছালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম আবু নাসির, শহিদুল ইসলাম, কাজী হাবিবুল আওয়াল।

পিকনিক উদ্বোধন করেন উদ্বোধক ও প্রধান অতিথী মর্টগেজ ব্যাংকার দি ফেডারেল সেভিংস ব্যাংকের মোঃ নাঈম টুটুল। অতিথি ছিলেন কিম এন্ড এ্যাসোসিয়েটস এক্সিডেন্ট ল ফার্ম এর ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, এ্যাডভোকেট রেদয়ানা, সারা কেয়ার ইউ.এস.এ সিডিপ্যাপ এন্ড হোম কেয়ার সার্ভিস এর রাজ্জাক সেতু, মার্কস হোম কেয়ারের আলমাস আলী, সারা কেয়ার ইউ.এস.এ সিডিপ্যাপ এন্ড হোম কেয়ার সার্ভিস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জি. সি. প্যাটেল, প্রফেসর গ্লোবাল নেটওয়ার্কয়ের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ জহির উদ্দিন আজাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহম্মেদ বীরপ্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা হালিম মুন্সি, গুলশানরা মনজুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হেলাল মজিদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সালেহ আহমেদ মানিক, জাফর তালুকদার, বিজয় কৃষ্ণ সাহা, হাজী আব্দুস শহিদ, এন. মজুমদার, আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, নুরে আলম জিকু, জালালাবাদ এ্যাসোসিয়েশন ইনক'র সাবেক সভাপতি মাঈনুল হক চৌধুরী হেলাল , বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের মনজুর চৌধুরী জগলুল।

উপস্থিত ছিলেন ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার এল.এল.সির জালাল চৌধুরী, মেহের চৌধুরী, কবি জুলি রহমান, এম.এ সালাম আকন্দ (সভাপতি) সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউ.এস.এ ইনক্, মাইজুর রহমান জুয়েল (সাধারন সম্পাদক) সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউ.এস.এ ইনক্।

রিপন সরকার সাংগঠনিক সম্পাদক, সালমা সুমি মহিলা সম্পাদিকা, কুমিল্লা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক। লিয়ন শেখ, এ্যাডভোকেট গোলাম মাওলা, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, উপদেষ্টা, মৌলভীবাজার ডিস্টিক সোসাইটি।

মোহাম্মদ মুহিত চৌধুরী, শেখ জামাল হুসাইন, মোহাম্মদ আলী, মোঃ জাকির চৌধুরী সিপিএ, সামাদ মিয়া জাকের,, মামুন চৌধুরী, জামাল বক্স, সুমন চৌধুরী, রেজাউল করিম রুহেল, আব্দুল ওহেদ, আসিকুল হক, কর্পোরাল (অবঃ) আব্দুল মতিন, প্রীতম বিশ্বাস, সুবেদার (অবঃ) এমডি ইব্রাহীম, ফিরোজ শরীফ, লুৎফুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, পারভীন আক্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাহিত্য সাময়িকী

তোমার বাংলাদেশ

মতিন বৈরাগী

শালিকের অবিশ্রান্ত ডাকের জন্য অপেক্ষা করছে এক ভোর
আর কিছুক্ষণ পর গীর্জায় বেজে উঠবে রাতের শেষ প্রহরের ঘন্টা
বাবইুরা নয় দুষ্টুমিতে ভরা চড়ুই নাচে গানে প্রেমে
মুছে দেবে কাদাচোখা রাতের অপমান গ্লানি
এই নাও বাংলাদেশ এটা তোমারই
মুগ্ধ হও হে পথিক দেশমাতৃকার প্রিয়তায় অবারিত করো
হৃদয়ের প্রেম
সব দরজা খুলে দাও অদিতির উৎসবে রাঙাও প্রাণমন।

মোরগ ডাকবে পাখিরাও, গীর্জায় বাজবে ঘন্টা আর নদীতে সূর্যপ্রাণাম
শাদা ধবধবে মিনার যখন সুরে সুরে সুরদেবে পবিত্র সান্নিধ্যের
'আস সালাতু খায়রুম মিনাম নাওম'
নিশ্চয়ই ঘুম থেকে ইবাদত উত্তম
তুমি হাত বাড়াও জন্মভূমির পবিত্রতা দর্শনে ইবাদতের মতো
একটা ভোর অপেক্ষা করছে শিমূলের রঙ নিয়ে।

পাখি ডাকছে
অমরতার নদী থেকে বইছে সুবাতাস স্নিগ্ধ এক ভোর
প্রাঙ্গনজুড়ে নাচছে বকুল ভোরের পাখিরা
দেখো এটা তোমার বাংলাদেশ।

দাঁড়াবার জায়গা নেই

রেজাউদ্দিন স্টালিন

দাঁড়াবার জায়গা নেই
প্রত্যেকের পা আকাশের দিকে
আতঙ্কে নক্ষত্রের চোখ বন্ধ
শিশিরের পিংপং বল- থিতু হতে পারছে না ঘাসে
দিগন্তে প্লাবনের অথৈ আক্রোশ
ডাইনিরা কাঁটা দিয়েছে পথে পথে
দশমুখ ভুজঙ্গের ফণা দুলছে বাতাসে
প্রজাপতি আগুনের বদলে
ঝাঁপ দিচ্ছে অশ্রুজলে
অগনিত স্বেচ্ছাসেবক দাহ করছে
বৃক্ষশিশুদের
ক্ষুধা বিবশ করেছে বীরবাহু
তৃষ্ণা তীরন্দাজের আজ্ঞাবহ
কষ্ট ছাড়া পদাবলি নেই
দুঃখ ছাড়া ভাটিয়ালি

নগরের বিপনি বিতানে
গঞ্জের হাটে বানরের আধিপত্য
সাইরেন কণ্যাদের হুঙ্কারে স্তব্ধ
নাবিকের কান
বিজ্ঞান বন্ধ্যা আর দর্শন আত্মকেন্দ্রিক
জ্ঞানরাজ্য দখল নিয়েছে পিপিলিকা
মাৎস্যন্যায়- সংবাদপত্র বলছে রেখে ঢেকে

যিশু ও আকাশ থেকে নামতে পারছে না
দাঁড়াবার জায়গা নেই

উদোম মানুষ

মুজতাহিদ ফারুকী

একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের কাঁধে
ঝুলে আছে দলামলা শার্ট
আমার লম্বা গলার ওপর পাঁচ নম্বর ফুটবল
ঘুরছে তো ঘুরছেই
চিহ্নটার জন্মকথা মনে নেই
অন্ধকারে চোখ ফুটে প্রথম সূর্য নাকি আকাশ
কী দেখে কে জানে
চিহ্নটা ফুটেছিল চোখে
সেই থেকে ওটাই অবিকল্প হ্যাঙ্গার
যাতে আমি, নাছোড় জামাটি
নির্বিকার ঝুলে থাকি
যতক্ষণ না বুকে আঁটা প্রহরী বোতাম খুলে
সব প্রশ্ন, সব চিহ্নসহ
আলগা শার্ট ঝেড়ে ফেলি ওয়াশিং মেশিনের ড্রামে
তখন আদিগন্ত আকাশের নিচে
উদ্বাহু নগ্ন মানুষ
দাঁড়িয়ে থাকি বজ্রাহত লম্বা শাল গাছ।

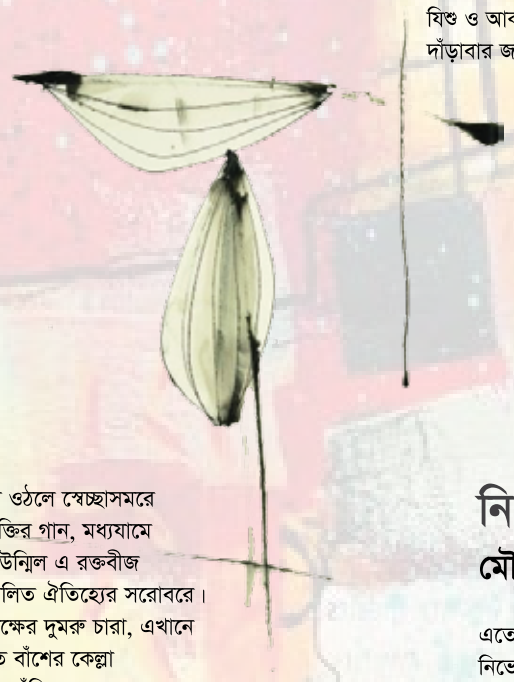

উন্মিল রক্তবীজ

জাফর ওবায়েদ

আজ এ প্রভাতে যারা অগ্নিগিরি বুকে জেগে ওঠলে স্বেচ্ছাসমরে
আগুনের চোখে চোখ রেখে যারা গাইলে মুক্তির গান, মধ্যযামে
যারা অধিকারের জমিনে রূপণ করে গেলে উন্মিল এ রক্তবীজ
অঙ্কুরিত হবে কাল, এ মাটির বুকে যত্নে লালিত ঐতিহ্যের সরোবরে।
একদিন জন্মাবে সহস্র তিতুমীর-ক্ষুদিরাম বৃক্ষের দুমরু চারা, এখানে
আবার নির্মিত হবে নতুন দিনের সেই উদ্ধত বাঁশের কেল্লা
আবার পরাস্ত হবে অত্যাচারী হাতে সজ্জিত ফাঁসির মঞ্চ
কাঙ্ক্ষিত মুক্তির মন্ত্রে জেগে ওঠবে আবার গৌরবের উত্তরাধিকার।

আবার মৌনতা ভেঙে মুখর হবে সত্যের মতো সহাস্য সূর্য, অন্ধকারে
থমকে দাঁড়াবে চেপে বসা মিথ্যের নির্লজ্জ মহাস্রোত, চিরতরে।
সে মাহেন্দ্র ক্ষণের জন্যই আমাদের অন্তহীন ছুটে চলা
সে দিনের জন্যই, আমাদের সমস্ত কায়মনো প্রার্থনা।

নিঃসীম শূন্যতা

মৌসুমী পুলেন

এতো আলো এতো আলোড়ন
নিভে গেছে সব, ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে
বেলা শেষের ন্যাতানো পত্র পল্লব এক খন্ড গোধূলি
অতঃপর অমানিশা

মায়ের আর্তনাদ বোনের আহাজারি
বিদীর্ণ করে ওদের বুক,
চলে যায় নিঃসীম শূন্যতায়
আহা সোনা মুখখানি! একবার ফিরে আয়
এতো হাহাকার কোথায় লুকায়ে রাখি, প্লাবিত আঁখি
এই জন্মের সুখ মুছে দিলো স্বদেশী হায়েনার দল

বুকে পুষে রাখা বারুদ জ্বলে ওঠে অধিকারের দাবীতে
রক্ত পিপাসুরা খেয়ে নেয় উচ্ছল প্রাণ
আর কত মূল্য চুকাতে হবে শঠতার, শোষণের এই বাংলায়।

আমরা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আবারও দাঁড়িয়ে আছি
সেই ৭১ এর রক্তাক্ত পেয়ালায়।

বৈষম্যের পটভূমি

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

বোধকে হত্যা করতে করতে
একদিন অসংখ্য শরীর থেকে
ঝরে পড়ে মানুষের গন্ধ;
কী নিদারুণ বৈষম্যের পটভূমি!
কে এঁকে দেয় এ অপ্রিয় পার্থক্য?
শরীরের ক্ষুধা না কী মনের ক্ষুধা?
শরীরের ক্ষুধা যখন জ্যান্ত ইঁদুর,
মনের ক্ষুধা যখন ডাইনোসরের আগুন,
বুভুক্ষু জানালা দিয়ে তখন ঢুকে যায়
লোলুপ তপ্ত হাওয়া অতৃপ্ত যন্ত্রণায়।
অনন্ত অসীমে ঈশ্বরকে দেখবে বলে
কেউ ধ্যানে থাকে জানালায় পেরেক ঠুকে,
কেউ বা কপাট খুলে দাঁড়িয়ে থাকে
পার্থিব সুখ লুটে ঈশ্বর হওয়ার বাসনায়।

দিনের কোন সময়ের রোদে সবচেয়ে ভালো ভিটামিন ডি পাওয়া যায়

ডা. সাইফ হোসেন খান

দেহের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ ভিটামিন ডি সূর্যের আলো থেকে পাওয়া যায়। সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসার পর ত্বক ভিটামিন ডি তৈরি করে। ফলে এটিই ভিটামিন ডির অন্যতম প্রধান উৎস।

আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলো ভিটামিন ডি। সারা বিশ্বে এখন ভিটামিন ডির ঘাটতি একটি বড় সমস্যা। ডায়াবেটিস, প্রজনন সমস্যা

থেকে শুরু করে হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপেরোসিস, হৃদ্‌রোগ-স্ট্রোক, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ও দৈহিক স্থূলতারও কারণ হতে পারে ভিটামিন ডির ঘাটতি। ভিটামিন ডি পেতে গায়ে রোদ লাগাতে হবে, এটা আজকাল প্রায় সবাই জানেন। কিন্তু দিনের ঠিক কোন সময়ের রোদ গায়ে লাগাতে হবে, সেই বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন অনেকে।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে সূর্যালোক বা রোদ ভিটামিন ডির খুব ভালো উৎস। বাইরে বের হয়ে যখন দেখবেন, আপনার ছায়া আপনার তুলনায় ছোট, সেই সময়ের রোদে আপনার ত্বক সবচেয়ে ভালো ভিটামিন ডি উৎপন্ন করতে পারে। দেহের যত বেশি অংশ খোলা রেখে রোদে থাকবে, তত বেশি ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। যেমন শুধু হাত-মুখ খোলা রেখে রোদে থাকার চেয়ে পিঠসহ শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা রাখলে বেশি ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি তৈরিতে ত্বকের রং বিশেষ প্রভাব ফেলে। তবে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের গায়ের রং শ্যামবর্ণ। শরীরে ভিটামিন ডি শোষণ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বাধা। কারণ, শ্যামবর্ণের ত্বকে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ বেশি থাকে। মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মিকে বাধা দেয়। যেমন কারও ত্বকের রং যদি বেশি গাঢ় হয় (অর্থাৎ ত্বকে বেশি মেলানিন থাকলে), তাহলে তা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশে বেশি বাধা দেবে। ফলে ভিটামিন ডি উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। এ জন্য যাঁদের গায়ের রং যত কালো বা গাঢ়, তাঁকে তত বেশি রোদে থাকতে হবে। যাঁদের গায়ের রং উজ্জ্বল, তাঁদের প্রতিদিন ২০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকলেই চলবে।

ভিটামিন ডি পেতে হলে অবশ্যই ত্বকে সরাসরি সূর্যের আলো লাগাতে হবে। সেক্ষেত্রে পোশাক বা সানস্ক্রিন সরাসরি ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরিতে বাধা দেয়। তাই মুখে সানস্ক্রিন মেখে বের হলেও হাত-পা বা শরীরের অন্য কোনো স্থান যেন উন্মুক্ত থাকে, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। মাঝেমধ্যে সানস্ক্রিন ছাড়াই রোদে বের হতে চেষ্টা করুন।

বয়স বাড়তে থাকলে ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরির ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে বেশি বয়স হলে হাড়ক্ষয়ের রোগও বাড়তে থাকে। বয়স বাড়তে শুরু করার পর তাই সারাক্ষণ বাড়িতে বসে না থেকে নিয়মিত গায়ে রোদ লাগাতে হবে।

লেখক: চিকিৎসক, মেডিসিন কনসালট্যান্ট, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি

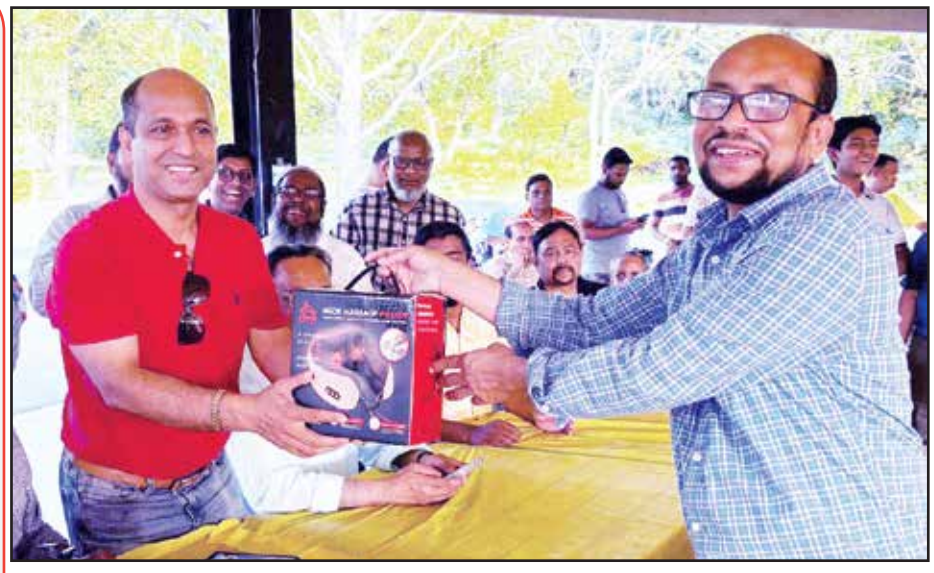

"হবিগঞ্জ সদর সমিতি অফ ইউ এস এ" আয়োজিত বাৎসরিক বনভোজনে গত ২১ জুলাই নিউইর্কস্থ প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বারের এক্সিডেন্ট ও ইমিগ্রেশন কেইসে অভিজ্ঞ "অ্যাটর্নি এট ল" ও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

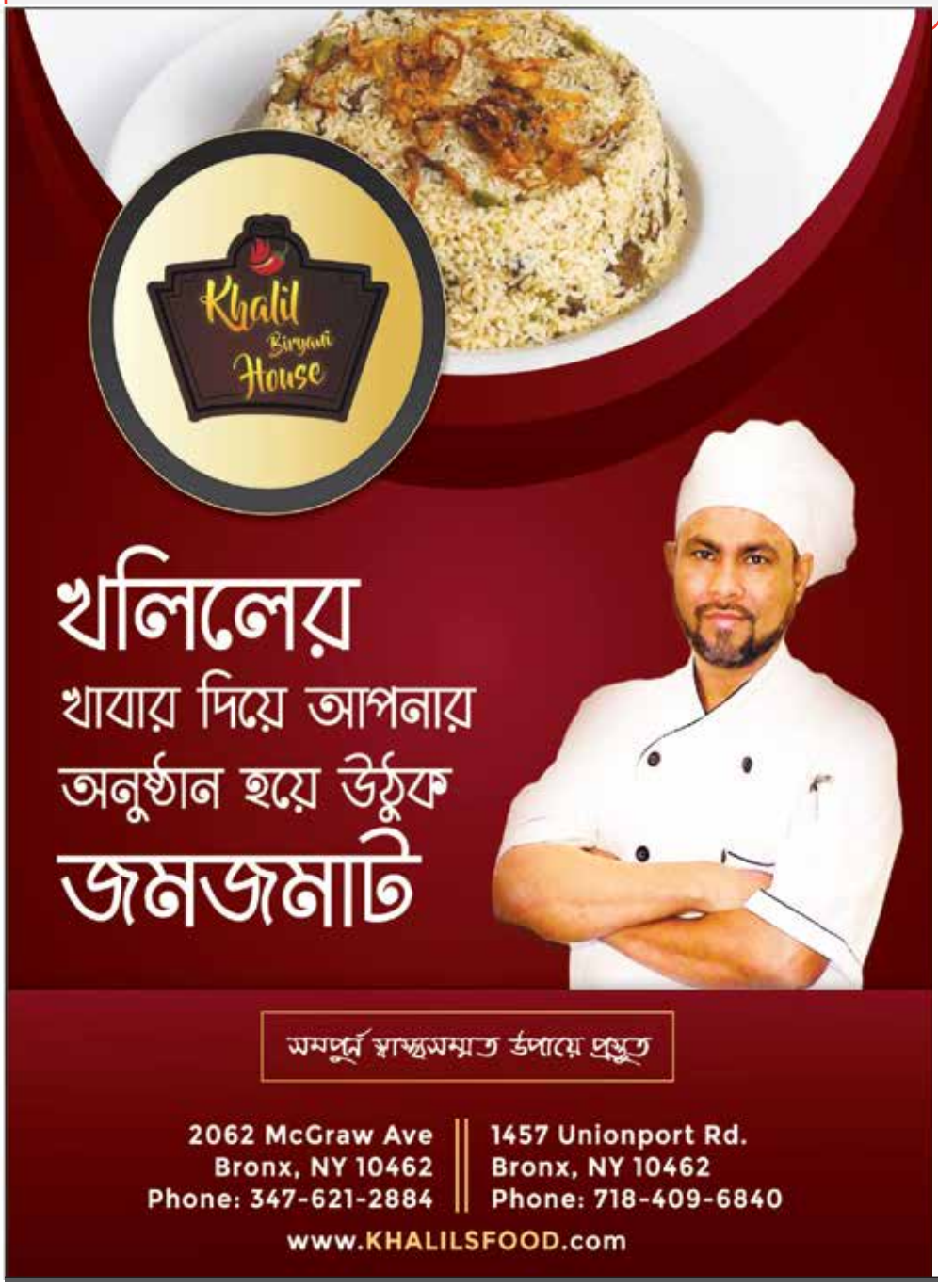

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSCPA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

- ❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে Sonali Exchange App.

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মেহমানদারী একটি সামাজিক অধিকার

(শেষ পাতার পর) ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মেহমানদের সমাদর করে। (মুসলিম:৭৭, আন্ত. নাম্বার:৪৭, কিতাবুল ঈমান, বাবুল হাচ্ছি আ'লা ইকরামে জারে ওয়াদ দুয়ুফে......., ইফা:৭৯, ই.সে.৮১) তিনি আরো বলেছেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মেহমানদের সমাদর করে।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে মেহমানদারী করে না, তার মাঝে কোন কল্যাণ নেই।' (মুসনাদে আহমাদ:১৭৪১৯)

আবু শুরায়হ্ কা'বী রা: হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সা: বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিনদিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সাদাকা'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান করা বৈধ নয়।(অন্যসূত্রে) মালিক রহ: এ রকম বর্ণনা করার পর আরো অধিক বলেন যে, নবী সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী:৬১৩৫, কিতাবুল আদাব, বাবু "মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খেদমত করা। আল্লাহর বাণী: তোমার নিকট ইব্রাহিম এর সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি পৌঁছেছে।" সুরা যারিয়াত:২৪, আ;প্র:৫৬৯৫,৫৬৯৬, ইফা:৫৫৯২) হযরত ইবরাহিম আ: এর মেহমানরা ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত সম্মানিত ফেরেশতা। তারা মানব আকৃতিতে অপরিচিত ছিলেন। তথাপি হযরত ইবরাহিম আ: তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। যা সুরা হুদে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর দেখো ইবরাহিমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে পৌঁছলো। তারা বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহিম জওয়াবে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইবরাহিম একটি কাবাব করা বাছুর (তাদেও মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলো।"(সুরা হুদ: ৬৯)

হযরত ইবরাহিম আ: এর মেহমানদারীতা থেকে কতিপয় বিষয় জানা যায়। প্রথমত: মেহমান হাজির হওয়ার পর আহার্য-পানীয় যা কিছু গৃহে মওজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবার হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।-(কুরতুবী) দ্বিতীয়ত: মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচিন নয়। সহজে যতটুকু ভাল খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নি:সংকোচে পেশ করবে। হযরত ইবরাহিম আ: এর অনেকগুলো গরু ছিল তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাছুর যবেহ করে ভুনা মেহমানগণের সামনে পেশ করেছিলেন। (কুরতুবী)

তৃতীয়ত: বহিরাগত আগন্তুকদের আতিথেয়তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও মহৎ কাজ। এটি আম্বিয়া আ: ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঐতিহ্যও বটে। আতিথেয়তা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামদের মতে এটি ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাহ। কোন কোন আলেমের মতে বহিরাগত আগন্তুকের মেহমানদারী করা গ্রামবাসীদের ওপর ওযাজিব। কেননা গ্রামে তাদের জন্য কোন হোটেলের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শহরবাসীদের জন্য ওয়াজিব নয় কেননা শহরে হোটেলের ব্যবস্থা রয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী)

হযরত ইবরাহিম আ: এর মেহমানদারী থেকে আরো একটি বিষয় জানা যায় যে, মেহমানদের সামনে যা-ই পেশ করা হোক তা সাদরে গ্রহণ করা কর্তব্য। তা তার কাছে অরুচিকর হলেও মেযবান বা গৃহকর্তার সন্তুষ্টির জন্য যৎসামান্য স্বাদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এখানে আরো জানা গেলো যে, মেহমানের সামনে খাদ্যসামগ্রী রেখে দূরে সরে যাওয়া রীতি নয় বরং মেহমান আহার করেন কি না তা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। হযরত ইবরাহিম আ: ফেরেশতাদের হাত গুটিয়ে রাখা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মেহমানের আহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাও রীতিবিরুদ্ধ, বরং ভাসা ভাসাভাবে লক্ষ্য করবে। কেননা লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকা ভদ্রতার পরিপন্থী এবং মেহমানের জন্য বিব্রতকর।

আমরা বিখ্যাত সেই আনসার সাহাবীর কথা জানি, যিনি অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্তেও তার মেহমানদারীতে আল্লাহ খুশি হন এবং মেহমানদীর জন্য সুরা হাশরের ৯ নং আয়াত নাযিল হয়। বিখ্যাত সেই হাদীসখানি হলো, "হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সা: এর নিকট এলেন। তিনি (খাদ্যের জন্য) তার স্ত্রীগণের নিকট পাঠান। তারা বলেন,"আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নাই। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন: কে তার মেহমানদারী করবে? আনসারদের একজন বলেন, আমি। তিনি তাকে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: এর মেহমানকে সম্মান করো। স্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের রাতের খাবার ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। আনসারী বলেন, তুমি খাবার তৈরী করো, বাতি ঠিক করো এবং তোমার বাচ্চারা যখন রাতের খাবার চাইবে তখন প্রবোধ দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। মহিলা তার খাবার তৈরি করলেন, বাতি ঠিকঠাক করলেন এবং তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন। অতপর তিনি উঠে বাতি ঠিক করার ছুতোয় তা নিভিয়ে দিলেন। তারা এমন ভাব দেখালেন যে, তারা যেন মেহমানের সাথে আহার করছেন। অথচ রাতে তারা উপোসই থাকলেন। ভোর হলে তারা রাসুলুল্লাহ সা: এর নিকট গেলেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কার্যকলাপে হেসেছেন বা অবাক হয়েছেন এবং আয়াত নাযিল করেছেন: "তারা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। যারদেরকে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।"-সুরা হাশর-৯ (আদাবুল মুফরাদ:৭৪৫, অধ্যায় : মেহমানদারী, পরিচ্ছদ: মেহমানের সমাদর এবং সশরীরে তাদের খেদমত করা)

হাদীসে উল্লেখিত সুরা হাশরে "শুহ্হুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা বখিল শব্দ থেকে আরো ব্যাপক ও উচ্চতর কৃপণকে বুঝায়। বখিল বা কৃপণ হলো, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করতে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে। কিন্তু যখন "শুহ্হুন" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। অর্থাৎ সাধারণ বখিল, নিজের বা অন্যের প্রয়োজনে নিজের সম্পদের কানা-খড়ি খরচ করে না কিন্তু শুহ্হুন সাধারণ বখিলের মতো স্বভাব তো আছেই সেই সাথে অন্যের খরচ, দান ও মেহমানদারীকেও পছন্দ করে না। কেউ কাউকে দান করলে বা মেহমানদারী করলে তার শরীর চুলকাতে থাকে অথবা দাঁতে দাঁত খটমট করতে থাকে। তাই শুহ্হুন এর অর্থ করা হয়েছে দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা। এই বৈশিষ্ট্যের লোকেরা অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয় বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ কওে কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না। এ জন্য আয়াতে নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে "রক্ষা পেয়েছে" না বলে বলা হয়েছে "রক্ষা করা হয়েছে'। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহু বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে।

রাসুলুল্লাহ সা: প্রথম যখন জিবরীল আমীন আ: কে দেখেন তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত খাদীজা রা: কাছে ফিরে এসে তাঁর জীবন হুমকীর বর্ণনা দেন, তখন তিনি তাঁর অস্থিরতায় তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহর শফথ তিনি আপনাকে কখনই অপমান ও অপদস্থ করবেন না। তখন তিনি আল্লাহর রাসুলের কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি গুণ ছিল,"আপনি মেহমানদের সেবা করে।"(বুখারী: ৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৩, ৩৩৯২) উল্লেখ্য হযরত খাদিজা রা: ২৫টি বৎসর উম্মুল মু'মিনিন হিসাবে রাসুলুল্লাহ সা: এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সা: সংগ্রামূখর জীবনে সুখ-দু:খের সাথী এবং রাসুলুল্লাহ সা: যখন কঠিন সময় পার করেছেন সে সময় সকল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সদা সর্বদা রাসুলুল্লাহ সা: সাথে পাশে থেকেছেন। সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও রাসুলুল্লাহ সা: মেহমানদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন তা তিনি কাছে থেকে জেনেছেন। ফলে তিনি এই নিশ্চয়তা প্রদান করছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অপমান ও অপদস্ত করবেন না কারণ "আপনি মেহমানদের সেবা করে।"

রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন,"মেহমানের সামনে যতক্ষণ দস্তরখান বিছানো থাকে, তা না উঠানো পর্যন্ত ফিরিশতারা তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করতে থাকেন।"(তাবরানী, মুজামুল আওসাত: ৪৭২৯) বর্তমানে আমরা মেহমানদারী করতে চাই না। মেহমানকে ভয় পাই, বাড়তি ঝামেলা মনে করি। অথচ একজন সত্যিকারের মুসলিমের উচিত মেহমানদারী করা এবং এটিকে সম্মানজনক কাজ মনে করা। পুর্বেই বলা হয়েছে একজন মুসলিমের ঈমানকে মেহমানদারীর সাথে সম্পর্কৃত করা হয়েছে। এটি ঈমানের পরিপূর্ণতাকে বহন করে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

KUWAIT AIRWAYS
APPROVED IATA
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ শিকাগোতে বসবাসরত এক জন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মুসলিম বাঙালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন:+১-৮৪৭- ৫৬৭-১৩৯৮।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (ডাবৎ হরমযঃ) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

ড্রাইভার/কার রেন্ট

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ভাড়া। ফোর্ড এস্কেপ ইয়েলো গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ চালক প্রয়োজন। একজন চালকের কাছে। ফুলটাইম ভাড়া। যোগাযোগঃ Cell: 646-379-9970. (দয়া করে দুপুর ১২টার পরে কল করবেন।)

ড্রাইভারঃ নতুন Toyota Rav4 2024 ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য এক ড্রাইভার অথবা দিন ও রাতের শিফটের ড্রাইভার আবশ্যক। Woodside, Jackson heights, Elmhurst or Jamaica যোগাযোগ: 646-286-8845.

ড্রাইভারঃ র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ব্রান্ড নিউ ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের শিফট জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। উবার কার ২০২০ টয়োটা সিয়েনা এলই ৫৫০০০ মাইলেজ অটোমেটিক ডোর একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক।যোগাযোগঃ 917-496-6043, 929-435-2593.

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ জুলাই ১ তারিখ থেকে ফ্যামিলি বাসায় ১জন মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। ২জন থাকবে রুমে। ৭০- ৩৫ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৪৯-৮৭৬৮.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ জ্যামাইকা হিলসাইড/ ১৬৬ স্ট্রীট এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া হবে। মোবাইলঃ ৯২৯-৪১৩-৫৮৭৫.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা এভিনিউ ১৬৮ স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকায় এখনই উঠার উপযোগী একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্বামী- স্ত্রী গ্রহণযোগ্য । সাবওয়ে / বাস নিকটে। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৩১-৩৮৯১, ৯২৯-৭২৮-৫০৫০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। হিলসাইড থেকে এক ব্লক। বাসঃ কিউ-৪৩, কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৭৬, কিউ-৭৭। ফোন: ৬৪৬-৬৮৪-৫৭০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া। জরুরী ভিত্তিতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম। আলাদা। জ্যামাইকা ২৪১ স্ট্রীট এবং ৮৭ এভিনিউ। কিউ-৪৩ বাস সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩.

বাসা ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৭১-১২, ৮৪ রোড, পিএস ১৩১ স্কুলের পাশে দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। (কিউ৩০, কিউ-৩১ বাস স্টপের নিকটে)। যোগাযোগঃ **347-257-8681, 347-475-2293.**

বাসা ভাড়াঃ
কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ
বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ
August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই। যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে আগস্ট মাস থেকে। যোগাযোগঃ 718-350-6567, 929-606-5134.

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কস এর ডি, বি ও ৪ ট্রেনের সাবওয়ে ও মসজিদ সংলগ্নে চার বেড ও লিভিং রুমসহ বড় এক ফ্যামিলি অথবা ছোট দুই ফ্যামিলির কাছেই ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৪-৬৯০৭, ৯১৪-৩৪৯ ৩৬৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Aव.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

বাসা ভাড়া:
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ
একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :
কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য। যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for rent:
(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:
GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes e-mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

Driver: Uber & Lyft:
RAV4 Hybrid 2023 and Tesla Model Y 2023 Car Available for Rent. Experience Driver with clean TLC and DMV license needed. Contact me : (347)840-3918.

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:
Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.)
Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

রক্ত-গুলী-মামলায় ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর) পোশাক পরিহিত অবস্থায় এ তল্লাশি চালানো হয়। যাদের ইউনিফর্ম ছিল না, তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ি ছিল বলে দাবি করেন তিনি। দরজা খুলে দিলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তল্লাশির কোনও কারণ জানায়নি।

"দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় তারা বলে ঢং করেন? আপনি টের পান নাই, ঢং করেন? টের পান নাই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? কেন দরজা খুলব, এ প্রশ্ন করলেও তারা আমাকে কী কারণে, কেন আসছে বলেনি। চাবি খুঁজতে দেরি হচ্ছিল। তখন সাইডে একটা দরজা ছিল সেটা ভেঙ্গে তারা ছাদে উঠে যায়। পরে হাতুড়ি দিয়ে বড় দরজা ভাঙতে গেলে আমি বলি ভাঙতে হবে না। পরে দরজা খুলি", জানান সামছি আরা জামান।

সামছি আরা জামানের স্বামী এক সময় রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও অনেক বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। সে দিন রাতে তল্লাশি হতে পারে এমন আশঙ্কায় ছিলেন না বাড়িতে। এখনও আতঙ্কে দিন কাটছে এই পরিবারের।

এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ১৯ জুলাই নিহত হন শিক্ষার্থী মাহমুদুর রহমান সৈকত। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে সৈকত ছিলেন তিন ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট। ঘটনার দিন দুপুরে সৈকতের বাবা মাহবুবুর রহমান গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে সৈকত নিজেদের ঢাকার মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডের দোকানে বসেছিলেন। দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরার পথে ওই এলাকায় সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান সৈকত।

সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ সেবন্তী জানান, "১৯ তারিখে ঠিক তিনটা সাইত্রিশ মিনিটে তাকে গুলি করা হয়। আমি একটা ভিডিওতে দেখেছি। কার কাছে বিচার চাইব? যে আমার ভাই মারছে তার কাছে বিচার চেয়ে লাভ আছে? যে বা যারা আমার ভাইকে মারছে ... আমার ভাইকে তো পুলিশ গুলি করছে। এখন আমি থানায় যেয়ে পুলিশের কাছে বিচার চাইব? যে আপনারা আমার ভাইকে খুন করেছেন, আপনারা বিচার করে দেন?"

"আমরা কোনও মামলায় যাইনি। কারণ পরে বলবে পোস্ট মর্টেম কর, এই কর ওই কর। আমাদের ভাইকে দাফন করে দিছি, কোন পোস্ট মর্টেম করিনি। আল্লাহর কাছে বিচার দিছি। আল্লাহ যা ভালো বুঝে তাই করবে", বলেন সেবন্তী।

দৈনিক আজকের পত্রিকা একটি প্রতিবেদনে বলা হয় 'টার্গেট শিক্ষার্থী ও বিরোধীরা' ওই প্রতিবেদনে বলা হয় 'রাত ১১টা। আকাশে হেলিকপ্টারে টহল। সাইরেন বাজিয়ে হঠাৎ মহল্লার চারপাশ ঘিরে ফেলেন সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। হ্যান্ডমাইকে পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালাবে।

কেউ বাসা থেকে বের হবেন না।' ঘোষণা শেষ হতেই সড়কের বাতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাসায় ঢুকেই পুলিশের প্রশ্নড়আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সহিংসতা চালিয়েছে, এমন কেউ বাসায় আছেন কি না। এরপর প্রশ্ন চলে একের পর এক, সঙ্গে চালানো হয় ঘরের প্রতিটি কোনায় তল্লাশি। জবাবের হেরফের হলেই গ্রেপ্তার। রাজধানীর শাহীনবাগ এলাকায় গত বৃহস্পতিবার পুলিশের 'ব্লক রেইড'-এর সময় তৈরি হওয়া এমন ভীতিকর পরিস্থিতি তুলে ধরেন মুদিদোকানি হাফিজুর ইসলাম। তাঁর দাবি, সে রাতে এলাকা থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অভিযানসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকায় যাঁরা সহিংসতা চালিয়েছেন এবং তাঁদের যাঁরা মদদ দিয়েছেন, তাঁদের ধরতেই এই অভিযান। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এলাকা ভাগ করে সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের যাচাই-বাছাই করে গ্রেপ্তার দেখা হচ্ছে। সূত্র আরও জানায়, গত কয়েক দিনে রাজধানীর উত্তরা, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, ঢাকার বসুন্ধরা, রামপুরা, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, মহাখালী, শাহীনবাগ ও মগবাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এসব এলাকা থেকে হাজারখানেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সন্দেহভাজনদের কিসের ভিত্তিতে আটক করা হচ্ছে, সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দুটি অংশে অভিযান চালায় পুলিশ। একাংশ অভিযান চালায় বিএনপি-জামায়াত ও তাঁদের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর নেতা-কর্মীদের ধরতে। অন্য অংশের পুলিশ কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেওয়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালায়।

ব্লক রেইডের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপারেশনস) বিপ্লব কুমার সরকার বলেন, 'আন্দোলন ঘিরে যাঁরা সহিংসতা চালিয়েছেন, তাঁদের ধরতে অভিযান চলছে। যত দিন পর্যন্ত জড়িতদের আইনের আওতায় না আনা যাবে, তত দিন অভিযান চলবে।'

এছাড়া ছাত্র আন্দোলনের নাহিদ, আসিফসহ ৬ জন স্বমন্বয়ককে হাসপাতাল থেকে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিবির প্রধান হারুনুর রশীদের দাবি 'তাদের (৬ জন স্বমন্বয়ককে) নিরাপত্তা দিতে ডিবি হেফাজতে রাখা হয়েছে। ডিবির এমন কার্যক্রম দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের অন্য সমন্বয়কদের দাবি '৬ জন স্বমন্বয়ককে তুলে নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক সংবাদ সম্মেলন যেকে ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারের নাটক করছে ডিবি'

৬ জন স্বমন্বয়কের পরিবারের দাবি, তাদের সন্তানকে হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়েছে ডিবি। এখনো পর্যন্ত তাদের সাথে স্বাক্ষাত কিংবা দেখা করতে দেওয়া হচ্ছেনা।

রবিবার (২৮ জুলাই) ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মমতাজ নাহার সাংবাদিকদের বলেন, 'ডিবি বলছে নিরাপত্তার কারণে তাদের কাছে রেখেছে। সন্তান মা-বাবার কাছে নিরাপদ। ডিবি অফিসে কিসের নিরাপত্তা? তাঁরা নাহিদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তাঁদের গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রবিবার জানান, এখনো তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি; হেফাজতে আছে। "তারা ঝুঁকি মুক্ত হলেই, ছেড়ে দিতে পারবো কি না, হিসাব-নিকাশ করছি। পুলিশ যদি মনে করে তারা ঝুঁকিমুক্ত, তাহলে তখনই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেন, "আমার জানা মতে, নিরাপত্তা হেফাজত বলতে কিছু নাই। এখন যদি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ কোনো আইন আবিস্কার করে থাকে, তাহলে সেটা অন্য কথা। আর কাউকে যদি রিমান্ডেও নেয়া হয়, তাহলে তাকে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তা বলে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ২০১৬ সালে। তাকে পরিবার ও আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। কিন্তু এখানে তো কথিত নিরাপত্তা হেফাজতের নামে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না।"

এদিকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে থাকা কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে দেখতে গিয়েছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। কখন এই সমন্বয়কদের ছাড়া হবে, সে বিষয়েও কোনো সদুত্তর পাননি তিনি।

সাংবাদিকদের সোহেল তাজ বলেন, বিবেকের তাড়নায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কদের খোঁজ নিতে এসেছিলেন তিনি। ওই সমন্বয়কদের কেন এখানে আনা হয়েছে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না এবং কখন মুক্তি দেওয়া হবে এসব বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কোনো প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব পাননি।

সোহেল তাজ বলেন, 'এই সমন্বয়কারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, তাহলে আমার কোনো দাবি নেই। কিন্তু যদি নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ডিবি প্রধান আমাকে পরবর্তী সময়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানিয়েছেন, এই ছয় সমন্বয়কারী যেহেতু তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, সেই কারণে তাঁদের নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সোমবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করার জন্য জড়ো হন। এ সময় শিক্ষার্থীদের মিছিলে ছাত্রলীগ হামলা চালিয়েছে এবং পুলিশ লাঠিপেটা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় কিছু শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।

চট্টগ্রামে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। কুমিলায় আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এক শিক্ষার্থী পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কে বা কারা ওই ছাত্রকে গুলি করেছে, তা কেউ বলতে পারছে না।

সারাদেশব্যাপী নাশকতা মামলায় এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২ শতাধিকেরও বেশি মামলায় ২ লক্ষাধিক মানুষ অজ্ঞাত আসামী করা হয়েছে। এসব মামলায় অভিযান চালিয়ে গণগ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ মানবাধিকার সংগঠনগুলোর।

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গণগ্রেপ্তার ও নির্বিচারে আটক করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংগঠনটি বলছে, বাংলাদেশে যে ভয়ের পরিবেশ রয়েছে, তা আরও জোরালো করতে গণগ্রেপ্তার ও আটককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার্থীদের বুকে যেন আর

(প্রথম পাতার পর) ৬ সমন্বয়কের সঙ্গে দেখা করতে যান সোহেল তাজ। এসময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন। শিক্ষার্থীদের বুকে যেন আর একটি গুলিও না লাগে সেই আহবান জানিয়েছেন সোহেল তাজ।

সোহেল তাজ বলেন, আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে ডিবিতে রাখা হয়েছে গ্রেপ্তার হিসেবে নাকি সেফ কাস্টডি। সেফ কাস্টডি হলে দেখা করতে চাই। আর যদি গ্রেপ্তার হয় তাহলে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। জবাবে হারুন অর রশীদ বলেছেন, ৬ সমন্বয়কারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলো তাই হেফাজতে আনা হয়েছে। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া দেখা করতে দেওয়া যাবে না। আমি তখন তাকে বলেছিলাম ৬ সমন্বয়কারী কি আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল, জবাবে তিনি বলেন, আমরা তাদের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলাম তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ৬ সমন্বয়কারীকে কখন সেফ কাস্টডি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে প্রশ্নের জবাবে হারুন সাহেব বলেছেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন নির্দেশ দিবে তখনই।

সোহেল তাজ বলেন, কোটা আন্দোলনে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কিছুই না। কারণ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে সেগুলো গড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু একটি প্রাণ কী ফেরত পাবো? প্রাণের মূল্য কোটি কোটি টাকার বেশি। এসময় তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহবান জানান শিক্ষার্থীদের বুকে আর একটি গুলিও যেন না লাগে। তিনি বলেন, প্রতিটি হত্যাকান্ড নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। কোনভাবেই বিচারবহির্ভূত হত্যা করা যাবে না। নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বানও জানান সাবেক এই স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)
Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

আমীর খসরুর কথোপকথন দাবিতে ভাইরাল অডিওটি কোটা আন্দোলনের নয়; এটি ২০১৮

কোটা আন্দোলনের মধ্যে বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর কথোপকথনের একটি অডিও ভাইরাল হয়েছে। এতে দাবি করা হচ্ছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগকে পুঁজি করে ফায়দা নিতে চায় বিএনপি। এ জন্য আমীর খসরু মাহমুদ বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনের নওমি নামের এক সমন্বয়কের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন। সেই কথোপকথনের একটি কথিত অডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। 'বাহান্ন নিউজ' নামের একটি সংবাদমাধ্যমের ফেসবুক পেজে (১৭ জুলাই) কথিত অডিওটি পোস্ট করা হয়।

ত অডিওটিতে এক ব্যক্তিকে
র খসরু মাহমুদকে বলতে
া যায়, তোমরা কি এগুলোতে
ত হচ্ছ নাকি? তোমাদের
াজন সব নামাইয়া দাও।
ল্লা, ঢাকা সব জায়গায় দাও।
াজনকে নামাইয়া দাও ভালো
।

া আন্দোলন নিয়ে আমীর
র কথোপকথনের অডিও
তে ভাইরাল ভিডিওটি ২০১৮
নিজের ফেসবুকে শেয়ার
করেন জুনায়েদ আহমেদ পলক।

ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, তোমাদেরকেও তো চিনে না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নেমে যাও এদের সঙ্গে। ঢাকায় হলে সারা দেশে এমনিতেই হবে। ফ্যাক্টচেক অনুসন্ধানে দেখা যায়, আমির খসরু চৌধুরীর কথিত অডিওটি ২০১৮ সাল থেকেই ইন্টারনেটে বিদ্যমান। এর সঙ্গে বর্তমান কোটা আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কোটা আন্দোলন নিয়ে আমীর খসরুর কথোপকথনের অডিও দাবিতে ভাইরাল ভিডিওটি পুরোনো।

২০১৮ সালের ৪ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয় অডিও ভাইরালের পোস্ট।

২০২৪ সালের ১৭ জুলাই সেটি আবার বাহান্ন নিউজ নামে একটি ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয় অডিও ভাইরালের পোস্ট।

২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময়ও কথিত অডিওটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল। সেখানেও তাঁকে নওমি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে অডিওটি শেয়ার করেছিলেন। অডিওটি ওই দিন অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনও নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করে।

প্রসঙ্গত, এটি আসলেই বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর কথোপকথন কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	৩০	৩১	০১	০২	০৩	০৪	০৫
ফজর	৩.৫৯	৪.০১	৪.০২	৪.০৪	৪.০৫	৪.০৭	৪.০৮
সূর্যোদয়	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫
জোহর	০১.০৩	০১.০৩	০১.০৩	০১.০৩	০১.০২	০১.০২	০১.০২
আসর	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২
মাগরিব	৮.১৫	৮.১৪	৮.১২	৮.১১	৮.১০	৮.০৯	৮.০৮
এশা	৯.৪৪	৯.৪৩	৯.৪১	৯.৪০	৯.৪০	৯.৩৭	৯.৩৫

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

কেন নিয়মিত দাঁত পরীক্ষা জরুরি

(শেষ পাতার পর) উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়ন্ত্রিত গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি, ইনহেলার ব্যবহারকারী, ক্যানসারের রোগী, অতিরিক্ত মিষ্টান্ন খাওয়ার অভ্যাসসহ রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, তাঁদের মুখের অভ্যন্তরের স্বাস্থ্য সব সময় হুমকিতে থাকে।

সার্বিক দিক বিবেচনায় কোনো উপসর্গ না থাকলেও ছয় মাস অন্তর নিয়মিত একজন দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মুখের মধ্যকার প্রায় সব রোগের শুরুতে তেমন উপসর্গ থাকে না। নিয়মিত ডেন্টাল চেকআপে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত হলে এর চিকিৎসা হয় সহজ, খরচও নাগালের মধ্যে থাকে।

ডেন্টাল ক্যারিজ

দাঁতের গর্ত তৈরির শুরু থেকে উপসর্গ, যেমন ব্যথার অনুভূতি বা মজ্জা আক্রান্ত হতে অনেক সময় লাগে। প্রথমে দাঁতের মধ্যে ছোট কালো দাগের মতো হয়, দুই দাঁতের মধ্যে বা যেকোনো পৃষ্ঠে খাবার আটকায়, দুর্গন্ধ, শিরশির অনুভূতি হয়। সময়ের সঙ্গে সংক্রমণ ভেতরের মজ্জা আক্রান্ত করবেই।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফিলিংয়ের মাধ্যমে আক্রান্ত দাঁত সুস্থ হলেও মজ্জা আক্রান্ত হলে প্রয়োজন হয় রুট ক্যানেল চিকিৎসা ও কৃত্রিম মুকুট সংযোজনের। দাঁতের গর্ত শুরু হলে ওষুধ বা অন্য কোনো পন্থায় তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। যাঁরা ওষুধ খেয়ে সাময়িক কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন, তাঁরাও বড় ধরনের ঝুঁকিতে থাকেন। কিডনি ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসস্ট্যান্স, চোয়ালের মধ্যে সিস্ট, টিউমার ইত্যাদির শঙ্কা থাকে। শুরুতে চিকিৎসা করলে এসব ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

মাড়ির রোগ

স্কেলিং নামের খুব সাধারণ ও নিরাপদ চিকিৎসার মাধ্যমে দাঁতের পৃষ্ঠে জমে থাকা জীবাণু ও পাথর দূর করা হয়। মুখে এসব জমে মাড়িতে প্রদাহের সৃষ্টি করে। মাড়ি রোগকে নীরব ঘাতক বলার কারণ, এখান থেকে দাঁত ও দাঁতের ধারককলার ক্ষতি তো হয়ই, পাশাপাশি হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস বা কিডনি রোগসহ নানা জটিলতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গর্ভাবস্থায় মাড়ি রোগ অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

মুখের ঘা বা ক্ষত

মুখের অভ্যন্তরে যেকোনো ধরনের ঘা, রং পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে হতে পারে ক্যানসারের মতো ভয়ানক জটিলতা। মুখের ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এর চিকিৎসার সফলতা প্রায় শতভাগ।

লেখক: চিকিৎসক, রাজ ডেন্টাল সেন্টার, কলাবাগান, ঢাকা

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) নিহত হয়েছে? তার হিসেবে ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও জানা যায়নি! কিন্তু কেনো? পাশপাশি কতজন গ্রেফতার হয়েছে, মামলা হয়েছে কত? এতো কেন'র উত্তর কে দেবে? নিউইয়র্কের হোটেল-রেস্তোরার চায়ের আড্ড থেকে শুরু করে সকল সভা-সমাবেশ আর আনুষ্ঠানগুলো এই একই প্রশ্ন কেন আর কেন? সচেতন প্রবাসীদের আরো প্রশ্ন এই কেনো'র উত্তর কি 'জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার' দেবে কি?

২৮ জুলাই ২০২৪

রুহুল-জাহিদ প্যানেল ঘোষণা

(শেষ পাতার পর) জল্পনা-কল্পনা চলছিলো সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া নাকি সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকীর মধ্যে কে নির্বাচন করবেন। গত নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল জয়লাভ করেছিলো। অবশেষে এই প্যানেলের নীতি-নির্ধারকদের বৈঠক শেষে আগামী নির্বাচন থেকে সভাপতি রব মিয়া দূরে থাকার সিদ্ধান্তের পর 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল চুড়ান্ত করা হলো। জাহিদ মিন্টু বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সোসাইটির বিগত নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেলের অন্যতম নীতি-নির্ধারক ছিলেন।

এদিকে সোসাইটির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাহিদ মিন্টুকে নির্বাচনে স্বাগত জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তফসিল ঘোষণা

(শেষ পাতার পর) মোতাবেক মনোনয়নপত্র ক্রয় ৩১ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত (এসএনএস একাউন্টিং, ৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক), মনোনয়নপত্র দাখিল ৪ আগষ্ট রোববার (জালালাবাদ ভবন), মনোনয়ন প্রত্যাহার ৬ আগষ্ট মঙ্গলবার (জালালাবাদ ভবন) এবং নির্বাচন আগামী ২৫ আগষ্ট রোববার। নির্বাচনের স্থান আব্দুল্লাহ হল, ওজনপার্ক, জালালাবাদ ভবন এস্টোরিয়া, মামুন টিউটোরিয়াল'স ব্রঙ্কস। ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ আমিনুল হক চুন্নু, মোবাশ্বির হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ শওকত আলী।

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

> Primary Care > Annual Exam > Physical Checkup > TLC Test > Diabetes > Immigration > Cholesterol > EKG > > Spiro > PAP Smear > Pregnancy Test > Allergies > TB Test > Vaccinations > Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

CALL 917 930 1170

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- পাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটির বনভোজন

নিউইয়র্ক:

প্রবাসে অন্যতম পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনকের বনভোজন। গত ১৪ জুলাই রবিবার লং আইল্যান্ডের সাউথ হ্যাভেন কাউন্টি পার্কে মনোরম পরিবেশে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে সংগঠনটি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের টান উপভোগ করেন বাংলাদেশিরা। সোসাইটির সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি থেকে ১১৫ কিলোমিটার দূরে ভ্রমণে যায় ইয়েলো পরিবার সদস্যরা। কয়েক পর্বে সাজানো অনুষ্ঠানে শুরু ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সকলের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনে উদ্বোধন করেন সোসাইটির সভাপতি মাসুদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ রানা ও পিকনিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক মাহবুবুল বারি ফেরদৌস। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ শাহ আলম, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ এ. আউয়াল ভূইয়া, বুলু মিয়া, গোলাম মহিউদ্দিন, আব্দুস সালাম, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, আলি আক্কাস, আলতাফ হোসেন, সালমান জাহিদ জুয়েল, শেখ ইলিয়াস হাবিব সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ খাঁন শিবলি, আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব, কার্যকরী কমিটির সদস্য সুদেব চন্দ্র হালদার, শফিউল্লাহ ভূইয়া, মোঃ হাশেম আলি, মোঃ আল মমিনুর রশিদ, মো: শামিম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান তুহিন, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক সহ সভাপতি মোঃ নূরে আলম খাঁন, আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক ও এক্টিভিস্ট এ কে এম নূরুল হক, চ্যানেল আই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদসহ আরো অনেকে।

দিনব্যাপী বনভোজনে ছিল নানা ধরনের আয়োজন। তবে খাবারের কথা না বললে বনভোজন থেকে যায় অসম্পূর্ণ। সকালে নাশতা, দুপুরে খাবার, বিকেলে জ্বাল-মুড়ি, আইক্রীম, চা আর পান-সুপারি। আয়োজকদের চেষ্টা ছিল সবার কাছে উপভোগ্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা। বলা যায়, সে প্রচেষ্টা সম্পন্নটাই সফল। দুপুরের খাবারের পরই ছিল গানের তালে তালে মহিলাদের বালিশ খেলা, কৃতিছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর র‍্যাফেল ড্র। সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: আমিনুল রহমান খোকনের পরিচালনায় এ পর্ব শুরু হয়। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি, অমিত কুমার ও তানভীর শাহিন। সবশেষে ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে গ্র্যান্ড পুরস্কার স্বর্ণালংকার সেটের সৌজন্যে ছিল ইয়েলো সোসাইটির প্রাক্তণ সভাপতিবৃন্দ। এছাড়াও ১৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল। মহিলাদের বালিশ খেলা, মার্বেল, দৌড় প্রতিযোগিতা,রশি টানাটানিসহ বিভিন্ন ইভেন্টে শতাধিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। বনভোজনের ব্যতিক্রম ইভেন্ট ছিল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, আহনাফ আলভী ভূইঁয়া, মেহরাব সারওয়ার বিশ্বাস, অনর্ব রহমান ও লাবিদ রহমান।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

১০ হাজার ডলারের রিভেট

নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

Your Trusted Loan Officer For Life
Over 22 years experience
MORTGAGE BROKER/ OWNER
M. Kamal, CPA
Senior Loan Officer
NMLS#9560
718-415-5501
Your Top Mortgage Officer
"All Loans arranged through third party providers"
HOMECENTRAL CAPITAL
"If you don't call us, You're paying High Rates for sure!!"
www.HelloHomeCentral.com | 718-507-LOAN (5626) | Email: HomeCentralCapital@gmail.com

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪৪ : সোমবার, শ্রাবণ ১৪ ১৪৩১
মহররম ২২ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 44 : July 29 USA.
Free in NY, Other State $1.

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে বৈধ অভিবাসীদের আড়াই লাখ সন্তান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বৈধ অভিবাসীদের প্রায় আড়াই লাখ সন্তানের ভাগ্য নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের করুণার ওপর। এই সন্তানেরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট শিশু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তাঁদের বয়স এখন ২১ বছর। তাঁরা সবাই এখন তাঁদের বাবা-মায়ের দেশে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন, যে দেশের কাউকে তাঁরা চেনেন না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয়-আমেরিকান।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ অভিবাসীদের এ রকম প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার সন্তান রয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেল্ফ!

'৭১ দেখা মানুষ। কোন কোন ছবি দেখলে সেই দিনের কথা মনে পড়ে যায়। কোন আওয়াজ শুনলে চকিতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভয়াল সেই দৃশ্যাবলী। কোন কোন আর্তনাদ আর্তচীৎকার আহাজারি মনকে নিয়ে যায় তেপ্পান্ন বছর আগের দিনগুলোয়।
ইয়াহিয়া খান রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকলেন। গুলী করে মানুষ মেরে চলেছে খুনী বাহিনী। বঙ্গবন্ধু বললেন, রক্তের দাগ এখনও শুকায় নাই। শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কোন আলোচনায় যেতে পারে না। জোড়ালো আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। আমরা চেয়েছিলাম আত্ম অধিকার। খুবই ন্যায়সঙ্গত দাবী। জবাবে চললো গুলী। আন্দোলন তীব্র হলো। ইয়াহিয়া খান তার বর্বর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র জনগনের ওপর। পঁচিশে মার্চের কালো রাত। কারফিউ দিয়ে রাতের আঁধারে ঢাকা শহরে চালানো হলো নারকীয় গণহত্যা। (বাকি অংশ ৭ এর পাতায়)

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ : প্রদীপ প্রজ্জলন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
কোটা সংস্কার আন্দোলনে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের দাবীর সমর্থনে এবং নিহতের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। শনিবার (২৭ জুলাই) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা মোমবাতি প্রজ্বলন ছাড়াও নিহতদের প্রতি সমবেদনা ও দায়ীদের বিচার ছাড়াও কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি কর্মসূচি পালন করেন। খবর ইউএনএ'র।
সমাবেশের শুরুতে গীতা পাঠ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে নিহত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দোয়া করা হয়। পরে কোটা আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের নাম বলে ধরে উল্লেখ এবং তাদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। সমাবেশকারীরা পুলিশের গুলি আর সহিসংসতায় নিহতদের ছবিও প্রদর্শন করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। এছাড়াও সমাবেশকারীরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে, কবিতায় আর গানে গানে তাদের প্রতিবাদ জানায়। বক্তারা বলেন, দেশে শিক্ষার্থীরা আজ নিরপদ নয়, তারা তাদের (বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)

(২৭ জুলাই) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হন। ছবি বাংলা পত্রিকা

মেহমানদারী একটি সামাজিক অধিকার

জা ফ র আ হ মা দ

মেহমানদারী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার। মুসলমানদের একটি উত্তম গুণ। নবী সাঃ মেহমানদের সম্মান করার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি এটিকে তিনি মানুষের ঈমানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসুল সাঃ এর ভাষা দেখুন। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন (বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)

TiME television

শাহীন কামালী- মইনুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তফসিল ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
সভাপতি শাহীন কামালী ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনের নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল মোতাবেক আগামী ২৫ আগষ্ট রোববার সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
ঘোষিত তফসিল (বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

কেন নিয়মিত দাঁত পরীক্ষা জরুরি

ডা. মো. আসাফুজ্জোহা রাজ

দাঁত বা মাড়ির রোগে আক্রান্ত হননি, এমন রোগীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। একটু সচেতন হলে এসব রোগের বেশির ভাগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। মুখ পরিষ্কারের সময় নানা লুকানো অংশ পরিষ্কার করা দুষ্কর। এর ওপর যাঁদের এলোমেলো দাঁত, লালা নিঃসরণ কম, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, (বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ : স্মারকলিপি পেশ

ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

বিশেষ প্রতিনিধি:
আওয়ামী লীগের ভাষায় 'দেশজুড়ে জামায়াত-বিএনপির আগুন সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে' ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সহযোগিতায় ছিল নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ। গত ২৪ জুলাই বুধবার অপরাহ্নে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা জামায়াত-বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে ঘোষণা এবং বাংলাদেশে জামায়াতের নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে কোটা আন্দোলনের নামে জামায়াত-বিএনপি বাংলাদেশে তান্ডব ও দেশজুড়ে নৈরাজ্য আগুন সন্ত্রাস করেছে তার প্রমাণসহ ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ ডেস্কের অফিসার সিয়েরা দেহম্যান্ড'র কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় বলে দলীয় (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ:
বাংলাদেশের কোটা আন্দোলন ঘিরে গত এক সপ্তাহে বাংলাদেশে যা ঘটলো তা ইতিহাসের নজীরবিহীন ঘটনা। এই ঘটনায় একটি গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকারের (আওয়ামী লীগারদের দাবী মোতাবেক) পুলিশ সহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে সাধারন শিক্ষার্থীর উপর গুলি চালালো, সরকারকে কার্ফ্যু জারি করতে হলো? তা কি কারো কাম্য ছিলো? তা কি হওয়া কথা ছিলো? কিন্তু তা ঘটেছে, তা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে কি কোন দেশ-জাতি এমনটি প্রত্যাশা করে? আসলে এই আন্দোলনে কতজন
(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

রুহুল-জাহিদ প্যানেল ঘোষণা

রুহুল আমীন সিদ্দিকী জাহিদ মিন্টু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে 'সেলিম-আলী'র পর এবার 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসছেন। গত ৩০ জুন সোসাইটির সদস্য নবায়ন কার্যক্রম শেষে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে 'সেলিম-আলী' প্যানেল গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণার জন্য চলছে আলোচনা। পাশাপাশি (বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিন্তে।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com